

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

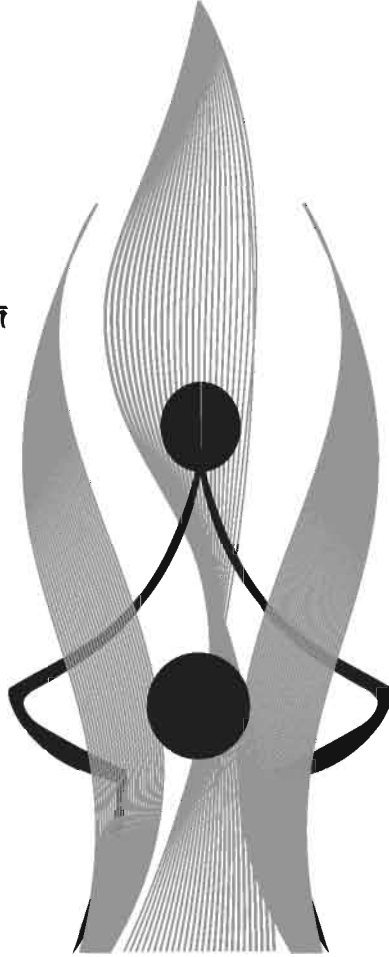
শিক্ষক নির্দেশিকা

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

প্রথম শ্রেণি

লেখক ও সম্পাদক

সিস্টার পুস্প তেরেজা গমেজ
ব্রাদার ভিনসেন্ট সরোজ গমেজ



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

চিত্রাঙ্কন
ডমিয়ন নিউটন পিনারু
সমস্বয়কারী
শাহীনুর বেগম

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেগুলোর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ ও বিজ্ঞান সমন্বিত) বিষয়ের জন্য শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শীর্ষক শিক্ষক নির্দেশিকায় বিষয়বস্তু, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠসংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্ষা উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণের শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তাদের আবেগীয়, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রগুলোকে বিকশিত করার বিষয়টি শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণে বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন-এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক সংস্করণ/নির্দেশিকাটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক সহায়িকাসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট করা হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক সংস্করণ/নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যারা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

- ১। পাঠদানের পূর্বে শিক্ষক যে পাঠটি উপস্থাপন করবেন সেটি কয়েকবার পড়বেন।
- ২। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে পাঠদানের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি করবেন।
- ৩। শিক্ষক নির্দেশিকায় দেওয়া অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল দেখে নেবেন।
- ৪। শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত শিখন-শেখানো কার্যাবলি ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠদান করবেন।
- ৫। ছবি/চিত্র উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার পাশাপাশি শিক্ষক নির্দেশিকায় উল্লিখিত উপকরণ ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন।
- ৬। পরিকল্পিত কাজ শিক্ষার্থীদের করতে দিয়ে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন ও শিক্ষার্থীদের দিয়ে উপস্থাপন করাবেন।
- ৭। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনে সচেতন হবেন।
- ৮। খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার নির্দেশিকায় বর্ণিত বিভিন্ন মন্ডলীতে নামের বানান ও অনুবাদ শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	: মানুষ সৃষ্টি	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	: সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর	৩
তৃতীয় অধ্যায়	: ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর	৬
চতুর্থ অধ্যায়	: স্বর্গীয় দূত	৭
পঞ্চম অধ্যায়	: ঈশ্বরের দশ আঙ্গা	৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	: আদিপাপ	১২
সপ্তম অধ্যায়	: প্রভু যীশুর জন্ম	১৪
অষ্টম অধ্যায়	: পবিত্র আত্মা	১৬
নবম অধ্যায়	: খ্রিস্টমন্ডলী	১৯
দশম অধ্যায়	: সাক্রামেন্ট	২২
একাদশ অধ্যায়	: সামুয়েলের আহ্বান	২৫
দ্বাদশ অধ্যায়	: স্বর্গ ও নরক	২৯
ত্রয়োদশ অধ্যায়	: বিশ্বাসমন্ত্র (বিশ্বাস সূত্র)	৩৪

প্রথম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায় মানুষ সৃষ্টি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ১.১: মানুষকে কে সৃষ্টি করেছেন এবং কেন সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারবে।

শিখনফল: ১.১.১: মানুষকে কে সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারবে।

১.১.২: মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে তা বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: ২

পাঠ: ১: মানব সৃষ্টির ইতিহাস।

শিখনফল: ১.১.১ মানুষকে কে সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারবে।

উপকরণ: একটি জনসভা/ একদল মানুষের ছবি।

বিষয়বস্তু

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি এই পৃথিবীর দৃশ্য ও অদৃশ্য সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। এই পৃথিবীর আকাশ, সূর্য, তারা, নক্ষত্র, নদনদী, গাছপালা, পশুপাখি, পাহাড়-পর্বত, ফুল-ফল ইত্যাদি সব কিছুই তাঁরই আদেশে সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বর ছয় দিনব্যাপী এই বিশ্বের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। ষষ্ঠ দিন ঈশ্বর তাঁর নিজ প্রতিমূর্তিতে/ সাদৃশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: প্রাথমিক কিছু আলোচনার পরে শিক্ষক ছবি দেখিয়ে কিছু সর্জনশীল প্রশ্ন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ছবিতে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি?	অনেকগুলো মানুষ।
খ) মানুষকে কে সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।
গ) সৃষ্টির কততম দিনে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর ষষ্ঠ দিনে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।
ঘ) মানুষকে কী রূপে সৃষ্টি করেছেন?	নিজ সাদৃশ্যে/প্রতিমূর্তিতে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

পরিকল্পিত কাজ: ঈশ্বর কী কী সৃষ্টি করেছেন তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

মূল্যায়ন

- | | |
|--|----------------|
| ক) পাহাড়-পর্বত, পশুপাখি ইত্যাদি কে সৃষ্টি করেছেন? | – ঈশ্বর |
| খ) মানুষের সৃষ্টিকর্তা কে? | – ঈশ্বর |
| গ) ঈশ্বর কেমন? | – সর্বশক্তিমান |

পাঠ: ২: ঈশ্বর মানুষকে সর্বোত্তম করে সৃষ্টি করেছেন।

শিখনফল: ১.১.২ মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে তা বলতে পারবে।

উপকরণ: ১. প্রার্থনার পরিবারের ছবি।

২. শিক্ষক পাঠদান করছে এমন একটি ছবি।

বিষয়বস্তু

ঈশ্বর সুন্দর ও উত্তম। তাঁর চেয়ে সুন্দর ও উত্তম আর কেউই নেই বলে তাঁর সৃষ্টি সবকিছুই অত্যন্ত সুন্দর ও উত্তম। মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর ও ভালো। কারণ, মানুষ প্রকৃতি ও অন্য মানুষের জন্য ভালো ও কল্যাণকর কাজ করতে পারে। ঈশ্বর মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর করে এবং নিজ প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন, মানুষ যাতে ঈশ্বরকে জানতে পারে, তাঁকে মানতে এবং তাঁর বাক্য ও আদেশ যথাযথভাবে পালন করতে পারে। আমরা যদি দিন দিন আরও ভালো হয়ে উঠি তবে তাঁর সব সৃষ্টিই দিনে দিনে আরও সুন্দর ও উত্তম হয়ে উঠবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: বিষয়বস্তুর সাহায্যে কিছুক্ষণ সৃষ্টির সৌন্দর্য, উত্তমতা ও মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে – সেই বিষয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার পর – ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) মানুষের সৃষ্টিকর্তা কে?	মানুষের সৃষ্টিকর্তা হলো ঈশ্বর।
খ) ঈশ্বরের সৃষ্টি কেমন?	ঈশ্বরের সৃষ্টি অতি উত্তম।
গ) মানুষ কার কল্যাণ করতে পারে?	মানুষ প্রকৃতি ও অন্য মানুষের কল্যাণ করতে পারে।
ঘ) ঈশ্বর আমাদের কেমন করে সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর আমাদের নিজ প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন।
ঙ) ঈশ্বর আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁকে জানতে, মানতে এবং তাঁর আজ্ঞা পালন করতে

পরিকল্পিত কাজ

আমরা কীভাবে প্রকৃতি ও মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ করতে পারি তার একটা তালিকা প্রস্তুত কর।

মূল্যায়ন: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিম্নবর্ণিত প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) সব সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে ভালো সৃষ্টি কী?	মানুষ।
খ) মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী?	মানুষ যাতে ঈশ্বরকে জানতে, মানতে এবং তাঁর আজ্ঞা পালন করতে পারে।
গ) মানুষ যদি ভালো হয় তাহলে কেমন হয়?	ঈশ্বরের সব সৃষ্টি অতি উত্তম হয়ে উঠে তার বাক্য ও আদেশ যথাযথভাবে পালন করতে পারে। আমরা যদি দিন দিন আরও ভালো হয়ে উঠি তবে তাঁর সব সৃষ্টিই দিনে দিনে আরো সুন্দর ও উত্তম হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : ২.১: ঈশ্বর কে তা বলতে পারবে।

২.২: ঈশ্বর সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারবে।

শিখনফল: ২.১.১: ঈশ্বর মানুষের স্রষ্টা তা বলতে পারবে।

২.১.২: ঈশ্বর জগতের সবকিছুই স্রষ্টা তা বলতে পারবে।

২.১.৩: ঈশ্বরকে ভালোবাসবে ও ভক্তি করবে।

পাঠ বিভাজন: ৩

পাঠ: ১: ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ।

শিখনফল: ঈশ্বর মানুষের স্রষ্টা তা বলতে পারবে।

উপকরণ : একটি পরিবারের ছবি যেখানে পিতা, মাতা, ভাই ও বোন সবাই আছে।

বিষয়বস্তু

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও মহান। এই পৃথিবীর সব কিছু তিনি খুব সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। সৃষ্টির আগে পৃথিবী ছিল ঘোর অন্ধকার এবং নিরাকার। তিনি ভালোবেসে নিজ প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে পঞ্চম দিন পর্যন্ত এই পৃথিবীর সব কিছু যেমন আকাশ, সাগর, পাহাড়, নদনদী, গাছপালা, সূর্য, চন্দ্র, ফুলফল, পশুপাখি ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির ষষ্ঠ দিনে ঈশ্বর তাঁর নিজ স্বরূপে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাবেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন-

প্রশ্ন	উত্তর
ক) এই গাছপালা, আকাশ, সূর্য, পশুপাখি কে সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন।
খ) এই ছবিতে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি?	একটি পরিবারের ছবি।
গ) এই পরিবারের ছবিতে কে কে রয়েছে?	পিতা, মাতা, ভাই-বোন।
ঘ) এদের কে সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন।
ঙ) শিক্ষার্থী (তোমাদের) কে সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন।
চ) তাহলে এখন বলো, জগতের সব মানুষের সৃষ্টিকর্তা কে?	জগতের সব মানুষের সৃষ্টিকর্তা হলেন ঈশ্বর।
ছ) ঈশ্বর সৃষ্টির কততম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন?	সৃষ্টির সপ্তম দিনে ঈশ্বর বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন।

পরিকল্পিত কাজ: পরিবারের একটি ছবি এঁকে নিয়ে আসবে।

মূল্যায়ন: শিক্ষক কিছু সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

ক) এই পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? – ঈশ্বর

খ) মানুষকে কে সৃষ্টি করেছেন? – ঈশ্বর

পাঠ: ২: ঈশ্বর সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা

শিখনফল: ঈশ্বর জগতের সবকিছুরই স্রষ্টা, তা বলতে পারবে।

উপকরণ: সুন্দর একটি প্রকৃতির ছবি, যেখানে পাহাড়-পর্বত, সাগর, সূর্য এবং পশুপাখি, ফুল, ফল ইত্যাদি রয়েছে।

বিষয়বস্তু

ঈশ্বর এই পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আমরা খালি চোখে যা কিছু দেখতে পাই, কিংবা যা দেখতে পাই না, তাও তিনি সৃষ্টি করেছেন। আজকে আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখতে পাচ্ছি, সৃষ্টির শুরুর পৃথিবীর অবস্থা এ রকম ছিল না। ঈশ্বর শুধু তাঁর কথা দ্বারা এই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় এই পৃথিবীতে তাঁর মতো শক্তিশালী দ্বিতীয় আর কেউ নেই। সব মানুষ এবং অন্য সবকিছু তাঁর কাছে থেকে শক্তি লাভ করে। তিনি এই পৃথিবীর সবকিছুরই উৎস। তিনি সবকিছুই করতে পারেন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা বলতে না পারলে শিক্ষক তাদের বলে দেবেন।

ক) তোমরা বাড়ি থেকে ফুলে আসার পথে কী কী জিনিস দেখেছ?

খ) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শ্রেণি থেকে বাইরে নিয়ে যাবেন এবং কী কী জিনিস পর্যবেক্ষণ করেছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন।

গ) আকাশে তাকিয়ে দেখো কী কী দেখতে পাও?

– আকাশ, সূর্য, মেঘ ইত্যাদি।

ঘ) রাতের আকাশে কী কী দেখা যায়?

– চাঁদ, তারা, নক্ষত্র।

ঙ) তোমাদের বাড়ির কয়েকটি গাছের নাম বলো।

– আম, কাঁঠাল ইত্যাদি।

চ) তোমাদের বাড়িতে কী কী পশুপাখি পোষা হয়?

– কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল, কবুতর, হাঁসমুরগি ইত্যাদি।

ছ) জঙ্গলে বা বনে কী কী পশুপাখি বাস করে?

– সিংহ, বাঘ, হরিণ, বানর, সাপ ইত্যাদি।

জ) আমরা পানি/জল কোথা থেকে পাই?

– পুকুর, নদী, টিউবওয়েল।

ঝ) মাছ কোথায় থাকে?

– খাল, বিল, নদী, পুকুর, সাগর।

ঞ) আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন?

– ঈশ্বর।

শিক্ষক সহজ-সরল ভাষায় শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন এই পৃথিবীর সবকিছু ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা মাটি, কাগজ, পাতা দিয়ে নিজ ইচ্ছামতো কিছু তৈরি করে নিয়ে আসবে।

মূল্যায়ন:

ক) ঈশ্বরের কয়েকটি সৃষ্টির নাম বলো।

খ) ঈশ্বর কীভাবে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন?

- তাঁর আদেশ দ্বারা।

গ) সৃষ্টি সব বস্তু কার কাছ থেকে শক্তি পায়?

- ঈশ্বরের।

ঘ) ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তা কীভাবে আমরা বুঝতে পারি।

- সারা পৃথিবীতে তার চমৎকার ও বড় বড় কাজ দেখে।

পাঠ: ৩: ঈশ্বর সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসেন**শিখনফল:** ঈশ্বরকে ভালোবাসবে ও ভক্তি করবে।**উপকরণ :** ক) প্রার্থনারত একটি শিশুর ছবি।

খ) খ্রিষ্টযুগ, প্রভুর ভোজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমন একটি ছবি।

বিষয়বস্তু

ঈশ্বর সব মানুষকে ভালোবাসেন। তিনি সব জীবজন্তু, পশুপাখি, গাছপালা, সূর্য, চন্দ্র, আলো, বাতাস ইত্যাদি সকলকিছু সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর পৃথিবীর ভালো-মন্দ সবার ওপর তাঁর করুণা ও আশীষধারা বর্ষণ করেন। অনেক সময় আমরা মনে করি ঈশ্বর শুধু আমাকে কিংবা শুধু আমার পরিবার ও গ্রামকে ভালোবাসেন। আসলে তা ঠিক নয়; ঈশ্বর সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসেন। একটা উদাহরণ দিয়ে সেটা বোঝাতে চেষ্টা করছি, ঈশ্বরের সূর্যের আলো শুধু ভালো মানুষ নয়, মন্দ মানুষের ওপরও পড়ে। রাতের চাঁদের আলো কিংবা যখন বৃষ্টি হয় তখন স্পষ্ট বুঝতে পারি ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসেন। ঈশ্বর যদি আমাদের এত ভালোবাসেন, তাহলে আমাদের কী করা উচিত? আমাদের ঈশ্বরকে ভালোবাসা তাঁর আদেশের প্রতি অনুগত বা বিশ্বস্ত থাকা, তাঁকে ভক্তি করা এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করা খুবই প্রয়োজন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক সতর্কিগু কিছু প্রশ্ন করবেন

প্রশ্ন	উত্তর
ক) সূর্য-চন্দ্র, আলো-বাতাস, গাছপালা কে সৃষ্টি করেছেন?	ঈশ্বর।
খ) ঈশ্বর কাদের ওপর তাঁর করুণা ও আশীষধারা বর্ষণ করেন?	ভালো-মন্দ সবার ওপর
গ) সূর্যের আলো, চাঁদের কিরণ ও বৃষ্টি কি শুধু ভালোর ওপর পড়ে?	ভালো-মন্দ সবার ওপর পড়ে
ঘ) মানুষ হিসাবে ঈশ্বরের কাছে কোন কাজ করাটা সবচেয়ে বেশি উচিত?	তাঁর নিকট প্রার্থনা করা।

পরিকল্পিত কাজ

প্রার্থনা: হে ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের সুন্দর জীবনের জন্য। তুমি আমাদের প্রত্যেককে সমানভাবে ভালোবাসো এবং এই পৃথিবীর সবকিছু আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছ। প্রার্থনা করি আমরা যেন তোমাকে জানতে, মানতে ও তোমার আদেশ নিষ্ঠার সাথে পালন করতে পারি। আমেন।

মূল্যায়ন: শিক্ষক কিছু সতর্কিগু প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

ক) ঈশ্বর কি সবাইকে ভালোবাসেন?

খ) ঈশ্বর যদি মানুষকে এত ভালোবাসেন, তাহলে মানুষের কী করা উচিত?

তৃতীয় অধ্যায় ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ৩.১ ঈশ্বর এক এবং এক ঈশ্বরের তিন ব্যক্তি, এ সম্পর্কে বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: ১

পাঠ ১: ত্রিব্যক্তিতে এক ঈশ্বর।

শিখন ফল: ৩.১.১: ঈশ্বর এক তা বলতে পারবে।

৩.১.২: এক ঈশ্বরের তিন ব্যক্তি তা বলতে পারবে।

উপকরণ: তিনটি শাখা নিয়ে একটি গাছের ছবি।

বাবা, মা ও সন্তান নিয়ে একটি পরিবারের ছবি।

বিষয়বস্তু

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও মহান। তিনি এক এবং অভিন্ন। ত্রিব্যক্তিতে এক ঈশ্বর। পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা— এই তিন ব্যক্তিতে এক ঈশ্বর। তিনটি শাখা নিয়ে যেমন একটি গাছ হয় কিংবা কয়েকজন সদস্য নিয়ে যেমন একটি পরিবার হয়, তেমনিভাবে তিন ব্যক্তি নিয়ে এক ঈশ্বর হয়। পিতা ঈশ্বর এই পৃথিবী এবং মানুষের সৃষ্টিকর্তা। পুত্র ঈশ্বর জগতের মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তা। পবিত্র আত্মা ঈশ্বর সব সময় আমাদের আলো ও জ্ঞান দান করেন পবিত্র, ন্যায় ও সত্যের পথে জীবনযাপন করার জন্য। আমাদের সাহায্য করেন মন্দকে ত্যাগ করে ভালোর পথে জীবনযাপন করার জন্য।

শিখন শেখানো কার্যাবলি:

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সৎক্ষিপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠটি বুঝতে পেরেছে কি না তা নিশ্চিত করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ঈশ্বর কেমন?	সর্বশক্তিমান ও মহান।
খ) এক ঈশ্বর কয় ব্যক্তি?	তিন ব্যক্তি।
গ) তিন ব্যক্তি কে কে?	পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা।
ঘ) ৩টি শাখা মিলে কী হয়?	একটি গাছ হয়।
ঙ) সমগ্র পৃথিবী ও মানুষের সৃষ্টিকর্তা কে?	ঈশ্বর।
চ) পুত্র ঈশ্বরকে আমরা কী হিসেবে চিনি?	মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তা

পরিকল্পিত কাজ: ক) ক্রুশের চিহ্ন করতে বলব/শিখাব।

খ) ত্রিভুজের জয় প্রার্থনাটি মুখস্থ শিখে আসতে বলব।

মূল্যায়ন; ক) কে আমাদের সাহায্য করে মন্দকে ত্যাগ করে ভালোকে গ্রহণ করার জন্য? – পবিত্র আত্মা ঈশ্বর।

খ) জগতের মুক্তিদাতা কে?

– পুত্র ঈশ্বর।

গ) পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা কে?

– পিতা ঈশ্বর।

চতুর্থ অধ্যায় স্বর্গীয় দূত

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা : ৪.১ স্বর্গীয় দূত ও তাদের জীবন সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখনফল : ৪.১.১: স্বর্গদূত কারা তা বলতে পারবে।

৪.১.২: স্বর্গদূতগণ কী করেন তা বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: ২

পাঠ-১: স্বর্গদূতেরা ঈশ্বরের ভজনাকারী।

শিখনফল: ৪.১.১ স্বর্গদূত কারা তা বলতে পারবে।

উপকরণ: স্বর্গদূতেরা ঈশ্বরের আরাধনা করছেন এমন একটি ছবি।

বিষয়বস্তু

স্বর্গদূতেরা হলেন ঈশ্বরের অনুগত বা বাধ্য বিশেষ দল, যারা সব সময় ঈশ্বরের পূজা আরাধনা ও জয়গান করছেন। তাঁরা সবাই পবিত্রভাবে জীবন যাপন করেন। তাঁদের পবিত্রতার প্রতীকও বলা হয়ে থাকে। তাঁরা সবাই স্বর্গে থাকেন বলে তাঁদের স্বর্গীয় দূত বলা হয়। স্বর্গদূতেরা আমাদের সব বিপদ-আপদ ও মন্দতার হাত থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকেন। সেই জন্য তাঁদের আমরা রক্ষক দূত বলে চিনে থাকি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: পাঠ উপস্থাপনের সাথে সাথে বিষয়বস্তুর মিল রেখে শিক্ষার্থীকে কিছু প্রশ্ন করুন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীকে প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করুন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) কে বা কারা সব সময় ঈশ্বরের পূজা ও আরাধনা করেন?	স্বর্গদূতেরা।
খ) তাঁরা কি বাধ্য না অবাধ্য?	বাধ্য।
গ) স্বর্গদূতেরা কেমন জীবন যাপন করেন?	পবিত্র জীবন যাপন করেন।
ঘ) স্বর্গদূতেরা কিসের প্রতীক?	পবিত্রতার প্রতীক।
ঙ) স্বর্গদূতদের আরেক নাম কী?	রক্ষক দূত।

পরিকল্পিত কাজ

প্রার্থনা: হে প্রিয় যীশু, তুমি আমাকে ধন্যবাদ জানাই আমার প্রিয় রক্ষক দূতের জন্য। আমাকে এমন আশীর্বাদ প্রদান কর, আমি যেন স্বর্গদূতদের মতো সুন্দর ও পবিত্রভাবে জীবন যাপন করতে পারি। আমেন।

মূল্যায়ন

ক) স্বর্গদূতেরা কি ঈশ্বরের অনুগত?

– হ্যাঁ।

খ) স্বর্গদূতেরা কোথায় থাকেন?

– স্বর্গে থাকেন।

গ) তাঁদের রক্ষক দূত বলা হয় কেন?

– আমাদের বিপদ-আপদ ও মন্দতার হাত থেকে রক্ষা করেন বলে।

ঘ) তাঁরা সব সময় কী করেন?

– ঈশ্বরের পূজা ও আরাধনা করেন।

পাঠ ২: স্বর্গদূতেরা ঈশ্বরের বার্তাবাহক

শিখনফল: ৪.১.২ স্বর্গদূতগণ কী করেন তা বলতে পারবে।

উপকরণ : মা মারীয়ার কাছে মহাদূত গাব্রিয়েলের যীশুর জন্ম-সংবাদের একটি ছবি।
স্বর্গের একটি কল্পিত ছবি।

বিষয়বস্তু

স্বর্গদূতদের আমরা কয়েকটি বিশেষরূপে চিনতে পারি। কিছু দূতদের আমরা বলে থাকি মহাদূত, যেমন মহাদূত মিখায়েল, গাব্রিয়েল ও রাফায়েল। মহাদূত গাব্রিয়েল মা মারীয়ার কাছে যীশুর জন্মের সংবাদ বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই মহাদূত গাব্রিয়েল হলেন যীশুর জন্মের সংবাদ বা বার্তাবাহক। স্বর্গের সাধারণ দূত বাহিনী সব সময় ঈশ্বরের প্রশংসা, বন্দনা ও জয়গান করছেন। স্বর্গদূতদের আরো একটি বিশেষ দল হলো আমাদের রক্ষকদূত, যারা সব সময় আমাদের বিপদ-আপদ, পাপ ও মন্দতার হাত থেকে রক্ষা করে চলছেন। তাঁদের আমরা রক্ষকদূত বলতে পারি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক সক্ষিপ্ত কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠটি শিক্ষার্থীদের কাছে আরো সহজ করে উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) সব স্বর্গদূতেরা কী একই রূপে আমাদের নিকট উপস্থিত হন?	না, ভিন্ন ভিন্ন রূপে।
খ) কয়েকজন মহাদূতের নাম বলো?	মহাদূত মিখায়েল, গাব্রিয়েল ও রাফায়েল।
গ) কে যীশুর জন্মের বার্তাবাহক?	মহাদূত গাব্রিয়েল।
ঘ) রক্ষকদূতেরা আমাদের জন্য কী করেন?	বিপদ ও মন্দতার হাত থেকে রক্ষা করেন।
ঙ) স্বর্গদূতেরা স্বর্গে সব সময় কী করছেন?	ঈশ্বরের প্রশংসা ও জয়গান করছেন।

পরিকল্পিত কাজ: পরিকল্পিত কাজের ক্ষেত্রে স্বর্গদূতদের মধ্যে তিনজন মহাদূতের নাম শিখে আসতে বলবেন।

মূল্যায়ন

- | | |
|---|---|
| ক) কোন দূত যীশুর জন্মের সংবাদ নিয়ে গিয়েছিলেন? | —মহাদূত গাব্রিয়েল। |
| খ) তিনজন মহাদূত কে কে? | — মহাদূত মিখায়েল, গাব্রিয়েল ও রাফায়েল। |
| গ) স্বর্গদূতেরা সব সময় কী করছেন? | —ঈশ্বরের প্রশংসা ও জয়গান করছেন। |
| ঘ) কোন দূত আমাদের পাপ ও বিপদ থেকে রক্ষা করেন? | —রক্ষকদূত। |

পঞ্চম অধ্যায় ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ৬.১: ঈশ্বরের আজ্ঞা ও দশ আজ্ঞা সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখনফল: ৬.১.১: আজ্ঞা অর্থ কী তা বলতে পারবে।

৬.২.২: ঈশ্বরের আজ্ঞা কী তা বলতে পারবে।

৬.২.৩: ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা কী তা বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: ৩

পাঠ ১: আজ্ঞা মানুষকে পথ চলতে সাহায্য করে।

শিখনফল ৬.১.১: আজ্ঞা অর্থ কী তা বলতে পারবে।

উপকরণ: যীশু পর্বতের ওপর শিক্ষা দিচ্ছেন এমন একটা ছবি।

বিষয়বস্তু

ঈশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। পুরো বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ হচ্ছে এই পৃথিবী। এই পৃথিবীতে তিনি মানুষসহ অসংখ্য জীবজন্তু, গাছপালা, পশুপাখি, নদনদী, পাহাড়-পর্বত, সাগর ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। এগুলো টিকিয়ে রাখার জন্য তিনি দিয়েছেন বিভিন্ন নিয়মকানুন। প্রকৃতি সব সময় তার নিজের নিয়ম মেনে চলে। মানুষকে এই পৃথিবীতে চলতে গেলে বিভিন্ন নিয়ম, আইনকানুন মেনে চলতে হয়। মানুষ যেসব নিয়মকানুন মেনে চলে, তাকেই আজ্ঞা বলা হয়। আজ্ঞা মানুষকে সত্য, সুন্দর, ন্যায় ও ভালোর পথে, চলতে আমাদের সাহায্য করে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠটি বুঝিয়ে দেবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) পুরো বিশ্বের ক্ষুদ্রতম অংশ কী?	পৃথিবী।
খ) ঈশ্বর কী কী সৃষ্টি করেছেন?	মানুষ, গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত, সাগর ইত্যাদি।
গ) প্রকৃতির নিজস্ব কী রয়েছে?	নিয়ম রয়েছে।
ঘ) এই পৃথিবীতে চলতে গেলে মানুষকে কী করতে হয়?	বিভিন্ন নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়।
ঙ) আজ্ঞা মানুষকে কোন পথে চলতে সাহায্য করে?	সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পথে।

প্ররিকল্পিত কাজ: সূর্য পূর্ব দিকে উঠে ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায় এরূপ ছবি ঐকে নিয়ে আসবে।

মূল্যায়ন

ক) কে এই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন?

– ঈশ্বর।

খ) পৃথিবী গোটা বিশ্বের কেমন অংশ?

– ক্ষুদ্রতম অংশ।

গ) প্রকৃতি কি মানুষের মতো নিয়ম মেনে চলে?

– হ্যাঁ।

ঘ) প্রকৃতি কার নিয়ম মেনে চলে?

– নিজস্ব।

ঙ) কী আমাদের সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পথে চলতে সাহায্য করে?

– আজ্ঞা বা নিয়মকানুন।

পাঠ ২: ঈশ্বরের আজ্ঞা মেনে চলা আমাদের কর্তব্য।

শিখনফল ৬.১.২: ঈশ্বরের আজ্ঞা কী তা বলতে পারবে।

উপকরণ : ক) গির্জায় যাজক উপদেশ দিচ্ছেন এমন একটি ছবি।

খ) শিক্ষক ক্লাসে শিক্ষা দিচ্ছেন এমন একটি ছবি।

বিষয়বস্তু

মানুষকে ঈশ্বর এই আজ্ঞাসমূহ দিয়েছেন যাতে মানুষ এগুলো পালন করার মধ্য দিয়ে মানব জাতির কল্যাণ ও ঈশ্বরের গৌরব করতে পারে। মানুষ যাতে খাঁটি ও পবিত্র হয়ে জীবন যাপন করতে পারে এবং মৃত্যুর পরে তাঁর সঙ্গে স্বর্গে সুখে ও আনন্দে জীবন যাপন করতে পারে। ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলোর মূলকথা হলো ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং মানুষকে ভালোবাসা। পরিশেষে বলা যায়, ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো মেনে চলা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

শিখন শেখানো কর্তাবলি: সৎক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ঈশ্বরের আজ্ঞা কী তা বুঝতে সাহায্য করব।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) মানুষকে ঈশ্বর কী দিয়েছেন?	আজ্ঞাসমূহ।
খ) মানব জাতির কল্যাণ ও ঈশ্বরের গৌরব আমরা কীভাবে করতে পারি?	আজ্ঞা পালন করার মাধ্যমে।
গ) আজ্ঞা পালন করলে মানুষ কেমন হয়ে ওঠে?	খাঁটি ও পবিত্র।
ঘ) আজ্ঞার মূল কথা ঈশ্বরকে ও প্রতিবেশীকে ভালোবাসা? সত্য না মিথ্যা?	সত্য।
ঙ) আজ্ঞাসমূহ মেনে চলা আমাদের কেমন দায়িত্ব?	পবিত্র দায়িত্ব।

পরিকল্পিত কাজ: বাড়িতে আমরা পিতা মাতা ও গুরুজনদের কী কী আদেশ-পালন করি তা লিখে নিয়ে আসবে।

মূল্যায়ন:

ক) কে আমাদের আজ্ঞাগুলো দিয়েছেন?

— ঈশ্বর।

খ) আজ্ঞা পালন করলে ঈশ্বর সুখী বা অসুখী হন?

— ঈশ্বর সুখী হন।

গ) দুইটি প্রধান আজ্ঞা কী কী?

— ঈশ্বরকে ও প্রতিবেশীকে ভালোবাসা।

পাঠ ৩: ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা।

শিখনফল ৬.১.৩: ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা কী তা বলতে পারবে।

উপকরণ: ক) পাথরের ওপর মোশী লিখছেন এ রকম একটি ছবি।

খ) শিক্ষক একটি বড় আর্ট পেপারে বড় বড় অক্ষরে লিখিত ঈশ্বরের দশটি আজ্ঞা শ্রেণিকক্ষে নিয়ে যেতে পারেন।

বিষয়বস্তু

“দশ আজ্ঞা” শব্দটির আক্ষরিক অর্থ “দশটি বাণী”। ঈশ্বর পবিত্র সিনাই পর্বতে তাঁর আপন হাতের আঙুল দিয়ে লেখা দশটি বাণী বা আজ্ঞা মোশীর মাধ্যমে ইস্রায়েল জাতির কাছে প্রকাশ করেছিলেন। এ আজ্ঞা বা বাণীগুলো মোশীর লিখিত অন্য আজ্ঞাগুলোর মতো নয়। এগুলো হচ্ছে ঈশ্বরের সর্বোৎকৃষ্ট বাণী। দশ আজ্ঞা হচ্ছে জীবনের পথ। দশ আজ্ঞার মূল কথা হচ্ছে: ঈশ্বরকে ভালোবাসা ও মানুষকে ভালোবাসা। দশ আজ্ঞাসমূহ হলো —

১. আপন প্রভু ঈশ্বরকে পূজা করবে এবং তাঁরই সেবা করবে।

২. অথবা কিংবা অপ্রয়োজনে ঈশ্বরের নাম নেবে না।

২. অযথা কিংবা অপ্রয়োজনে ঈশ্বরের নাম নেবে না।
৩. রবিবার বা বিশ্রামবার পবিত্রভাবে পালন করবে।
৪. পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করবে।
৫. নরহত্যা বা মানুষকে হত্যা বা খুন করবে না।
৬. চুরি করবে না।
৭. ব্যভিচার করবে না।
৮. মিথ্যা কথা বলবে না বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।
৯. পরের স্ত্রীতে লোভ করবে না।
১০. পরের জিনিসে বা দ্রব্যে লোভ করবে না।

দশ আজ্ঞার বিশেষ লক্ষণীয় দিক হলো, দশটি আজ্ঞা বা বাণীর মধ্যে প্রথম তিনটি ঈশ্বর সম্পর্কে এবং পরের সাতটি আজ্ঞা মানুষ সম্পর্কে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক সর্ধক্ষিপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করবেন এবং তিনি তাদের উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) “দশ আজ্ঞা” শব্দটি আক্ষরিক অর্থ কী?	দশটি বাণী।
খ) কোন পর্বতে ঈশ্বর এই দশটি আজ্ঞা প্রদান করেছেন?	সিনাই পর্বতে।
গ) ঈশ্বর কীভাবে এই আজ্ঞাগুলো লিখেছেন?	আপন হাতের আঙুল দিয়ে।
ঘ) এ বাণীগুলো কেমন?	সর্বোৎকৃষ্ট।
চ) দশ আজ্ঞার মূল কথা কী?	পবিত্র দায়িত্ব।
ছ) ঈশ্বরের নিকট থেকে দশটি আজ্ঞা কে গ্রহণ করেছিল?	মোশী।

পরিকল্পিত কাজ: ঈশ্বরের দশটি আজ্ঞার মধ্যে একটি পালন করে তা আগামী ক্লাসে এসে বলবে।

মূল্যায়ন

- | | |
|--|---|
| ক) ঈশ্বরের আজ্ঞা কয়টি? | – দশটি। |
| খ) ঈশ্বরের আজ্ঞা দশটি মুখস্থ বলো। | |
| গ) কেন ঈশ্বর এই আজ্ঞাগুলো আমাদের দিয়েছেন? | – আমরা যেন এগুলো পালন করি এবং শান্তিপূর্ণ ও পবিত্র একটি সমাজ গড়ে তুলতে পারি। |
| ঘ) আজ্ঞাগুলোর মূল বিষয় কী? | – ঈশ্বরকে ও মানুষকে ভালোবাসা। |

ষষ্ঠ অধ্যায় আদিপাপ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ৭.১: আদিপাপ সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখনফল: ৭.১.১: আদিপাপ কী তা বলতে পারবে।

৭.১.১: পাপ করা থেকে বিরত থাকবে।

পাঠ বিভাজন: ২

পাঠ ৭.১.১: আদম ও হবা আদিপাপ করেছিল।

শিখনফল: আদিপাপ কী তা বলতে পারবে।

উপকরণ: ক) আদম ও হবার স্বর্গের এদেন বাগানের ছবি।

খ) দুই ভাই মারামারি করেছে এমন একটা ছবি।

বিষয়বস্তু

ঈশ্বর মানুষকে অনেক ভালোবাসেন। তিনি মানুষকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের আদি পিতামাতা হলেন আদম ও হবা। ঈশ্বর মানুষের জন্য পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর প্রথমে আদমকে এবং পরে হবাকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের সৃষ্টির পরে ঈশ্বর এদেন বাগানে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। এদেন বাগান হলো স্বর্গের সবচেয়ে সুন্দর বাগান, যেখানে গাছে গাছে সুন্দর ফুল ও ফল, ঝরনার স্বচ্ছ পানি, পাখির মিষ্টি গান, সব ধরনের পশুপাখি একত্রে মিলেমিশে ঘুরে বেড়ায়। আদম ও হবা খুবই সুখী হলো এই সবকিছু পেয়ে। ঈশ্বর তাদের বললেন, তোমরা বাগানের সব গাছের ফল খেতে পারবে কিন্তু বাগানের মাঝখানে যে গাছটি রয়েছে, সেই গাছটির ফল তোমরা খেতে পারবে না। সেই ফল খেলে তোমরা মারা যাবে। এদেন বাগানে সব প্রাণীর মধ্যে সাপ ছিল খারাপ এবং দুষ্টি। সাপ একদিন হবাকে বলল, বাহু দেখ ঐ গাছের ফল কী সুন্দর। আমি কি তোমাকে ঐ ফল পেড়ে দেব? হবা বলল, ঈশ্বর আমাদের ঐ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন। আমরা যদি ঐ গাছের ফল খাই, তাহলে আমরা মারা পড়ব। সাপ বলল, মোটেই না, বরং তোমরা যদি ঐ মাঝের গাছের ফল খাও তাহলে তোমরা ঈশ্বরের মতো হয়ে উঠবে। হবা মনে মনে চিন্তা করে দেখল সত্যিই যদি ঐ ফল খেলে ঈশ্বরের মতো হয়ে ওঠা যায় তাহলে মন্দ হয় না। হবা তখন সাপের কথা শুনে নিজে ঐ ফল খেলো এবং আদমকেও একটি দিল। তারা যখনই ঐ ফল খেলো, তখনই সবকিছু অন্য রকম হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারল, তাদের শরীরে কোনো কাপড় নেই। তাদের বুঝতে বাকি রইল না তারা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছে এবং পাপ করেছে। আর এ পাপই হলো আদি পাপ। ঈশ্বর তখনই তাদের এদেন বাগান থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং এই পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। এইভাবে আমাদের আদি পিতামাতা ঈশ্বরের কথা অমান্য করে আদিপাপ করেছিলেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে পাঠটি বুঝতে সক্ষম হয়েছে কি না তা জানতে চেষ্টা করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ঈশ্বর কাদের পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছেন?	মানুষকে।
খ) আমাদের আদি পিতামাতার নাম কী?	আদম ও হবা।
গ) ঈশ্বর প্রথমে কাকে সৃষ্টি করেছেন?	আদমকে।
ঘ) স্বর্গের বাগানের নাম কী?	এদেন।
ঙ) ঈশ্বর আদম ও হবাকে এদেন বাগানের কোন গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন?	বাগানের মাঝখানে অবস্থিত গাছের ফল।

প্রশ্ন	উত্তর
চ) কোন প্রাণী আদম ও হবাকে ফল খেতে বলেছিল?	সাপ।
ছ) আদম ও হবা কীভাবে পাপ করল?	ঈশ্বরের কথা অমান্য করে পাপ করল।
জ) আদম ও হবার পাপকে কী পাপ বলা হয়?	আদিপাপ।

পরিকল্পিত কাজ

মুখস্থ করবে – জেনে শূনে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করাই পাপ।

স্বর্গের একটি কাল্পনিক ছবি আগামী দিন বাড়ি থেকে ঐকে নিয়ে আসবে।

মূল্যায়ন

ক) ঈশ্বর কখন আদম ও হবাকে এদেন বাগান থেকে তাড়িয়ে দিলেন? – যখন তারা পাপ করল।

খ) এদেন বাগান থেকে তাড়িয়ে তাদের কোথায় পাঠালেন? – পৃথিবীতে।

গ) কে আদম ও হবাকে প্রলোভন দিল? – সাপ।

পাঠ-২

পাঠ ২:৭.১.২ পাপের ফল ভালো নয়।

শিখনফল: পাপ করা থেকে বিরত থাকবে।

উপকরণ: ক) আদম ও হবার এদেন বাগান থেকে বিতাড়িত হওয়ার ছবি।

খ) বাবার কাছ থেকে দূরে গিয়ে হারানো ছেলের কষ্টে জীবনযাপন করার ছবি।

বিষয়বস্তু

আমরা জন্মের সময় সবাই আদিপাপ নিয়ে এই পৃথিবীতে আসি, কিন্তু দীক্ষান্নান গ্রহণের মাধ্যমে আমরা সেই আদিপাপ থেকে মুক্ত হই। ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে ও তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে গিয়ে আমরা পাপ করি। আমরা পাপ করে অপবিত্র হয়ে যাই এবং পবিত্র ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা মিলিত হতে পারি না। আদম ও হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করেছিল। তাই ঈশ্বর তাদের এদেন বাগান থেকে বের করে দিলেন। পৃথিবীতে এসে তাদের অনেক কষ্ট করতে হলো। তারা যদি ঈশ্বরের অবাধ্য না হতেন অর্থাৎ পাপ না করতেন, তাহলে তাদের এই শাস্তি পেতে হতো না। ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন। তিনি আমাদের পিতা। তাই আমরা পাপ করেও যদি মন পরিবর্তন করি, তবে তিনি আবার আমাদের পাপ ক্ষমা করেন। অপব্যয়ী পুত্রের গল্পে, ছেলে বাবার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু দয়ালু পিতা তাকে ক্ষমা করলেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিকট আদম ও হবার পাপের ফল সম্পর্কে বুঝিয়ে দেবেন।

নিচের প্রশ্নের ও উত্তর প্রদানের মাধ্যমে পাঠটি বিস্তারিত আলোকপাত করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) আমরা জন্মের সময় কী পাপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করি?	আদিপাপ।
খ) কীভাবে আমরা আদিপাপের ক্ষমা পাই?	দীক্ষান্নানের মাধ্যমে।
গ) আমরা কখন ঈশ্বরের অবাধ্য হই?	আমরা যখন তাঁর আজ্ঞা পালন না করি।
ঘ) আমরা কখন অপবিত্র হই?	যখন আমরা পাপ করি।
ঙ) ঈশ্বর আদম ও হবাকে কোথা থেকে বের করে দিলেন?	এদেন বাগান থেকে।
চ) কে আমাদের সবার পিতা?	ঈশ্বর।
ছ) ঈশ্বর কখন আমাদের ক্ষমা করেন?	যখন আমরা মন পরিবর্তন করি।
জ) আদম ও হবার পাপকে কী পাপ বলা হয়?	আদিপাপ।

সপ্তম অধ্যায় প্রভু যীশুর জন্ম

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ৮.১: প্রভু যীশুর জন্ম সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখনফল : ৮.১.১: যীশুর জন্মের ঘটনা সম্পর্কে বলতে পারবে।

৮.১.২: মুক্তিদাতা যীশুকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করবে এবং ভালোবাসবে।

পাঠ বিভাজন: ২

পাঠ: ১: বড়দিন প্রভু যীশুখ্রিস্টের জন্মদিন।

শিখনফল: ৮.১.১ যীশুর জন্মের ঘটনা সম্পর্কে বলতে পারবে।

উপকরণ: নিম্নলিখিত ছবিগুলো সংগ্রহ করবেন।

ক) একটি ছোট গোশালায় মারীয়া, সাধু যোসেফ, শিশুযীশু, মেঘ, রাখাল ও তিন পণ্ডিত।

খ) একটি কাগজের তৈরি তারা

বিষয়বস্তু

বড়দিন হলো খ্রিস্টানদের একটি বড় ধর্মীয় উৎসব। এ দিন মানব জাতির মুক্তিদাতা যীশুখ্রিস্ট মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রভু যীশুর জন্মদিনকে বড়দিন বলা হয়। প্রভু যীশুর জন্ম হয়েছিল এইভাবে— নাজারেথ নামে একটি গ্রামে একজন কুমারী মেয়ে বাস করতেন। তিনি অন্য মেয়েদের চেয়ে অনেক ভালো ছিলেন। তাঁর মা—বাবা, আত্মীয়স্বজন সবাই তাঁকে ভালোবাসত। তাঁর যখন বয়স হলে তখন তাঁর মা—বাবা যোসেফ নামে একজন কাঠমিস্ত্রির সাথে তাঁর বিয়ে ঠিক করেন। একদিন এক স্বর্গদূত মারীয়াকে সংবাদ জানানেন তিনি যীশুর মা হবেন। এই সংবাদে মারীয়া খুব চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি দূতকে বললেন, ‘আমি প্রভুর দাসী, আপনি যেমন বলেছেন আমার প্রতি তা ই হোক’।

এই সংবাদে মারীয়ার স্বামী যোসেফ গভীর বিচলিত হলেন, প্রভুর দূত তাঁকে বললেন, ‘যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করতে ভয় কোরো না। সে কোনো পাপ করেনি। সে ঈশ্বর পুত্রের মা হবে এবং তুমি তার নাম রাখবে যীশু। যোসেফ ও মারীয়া নিজেদের নাম লেখানোর জন্য জেরুজালেমে যাওয়ার পথে বেথলেহেমে এলে মারীয়া অন্য কোথাও জায়গা না পেয়ে রাতে একটি গোয়ালঘরে যীশুর জন্ম দেন। যীশুর জন্মের পরে পূর্ব দেশের তিনজন পণ্ডিত তাঁকে প্রণাম জানাতে এসছিলেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠটি বুঝিয়ে দিবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) যীশুর জন্মদিনকে অন্য কথায় কী বলা হয়?	বড়দিন
খ) রাতে মারীয়া ও যোসেফ কোথায় আশ্রয় নিয়েছিলেন?	গোয়ালঘরে
গ) মারীয়া অন্য মেয়েদের তুলনায় কেমন ছিলেন?	অনেক ভালো ছিল
ঘ) কে মারীয়ার কাছে সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন?	স্বর্গদূত
ঙ) মারীয়ার স্বামীর নাম কী?	যোসেফ
চ) বেথলেহেমের কোথায় যীশুর জন্ম হয়েছিল?	একটি গোয়ালঘরে
ছ) যখন যীশুর জন্ম হয়, তখন দিন না রাত?	রাত

পরিকল্পিত কাজ: রঙিন পেনসিল দিয়ে সবাইকে বড়দিনের একটি কার্ড তৈরি করে আনতে বলবেন।

মূল্যায়ন

ক) মারীয়া দূতকে কী বললেন? — আমি প্রভুর দাসী, আপনি যেমন বলেছেন, আমার প্রতি তা-ই হোক।

- খ) মারীয়া ও যোসেফ কেন বেথলেহেমে গিয়েছিলেন? – নাম লেখানোর জন্য।
 গ) কোন তারিখে বড়দিন পালিত হয়? – ২৫শে ডিসেম্বর
 ঘ) পণ্ডিতেরা কোন দেশের? – পূর্ব দেশের
 ঙ) তারা কেন এসেছিলেন? – যীশুকে প্রণাম জানাতে।

পাঠ : ২: মুক্তিদাতা প্রভু যীশু

শিখনফল: ৮.১.২ মুক্তিদাতা যীশুকে শ্রদ্ধা, সম্মান করবে ও ভালোবাসবে।

উপকরণ: ক) বড়দিনে গির্জায় গোয়ালঘরে শিশু যীশুকে প্রণাম করছে এমন ছবি।

খ) ছোট একটি ছেলে/মেয়ে হাত জোড় করে প্রার্থনা করছে এমন ছবি।

বিষয়বস্তু

প্রভু যীশুখ্রিষ্ট হলেন আমাদের ত্রাণকর্তা ও মুক্তিদাতা। তিনি যে এই পৃথিবীর মুক্তিদাতা, তা আমরা প্রমাণ পেয়েছি, যীশুর জন্মের পরপরই বেথলেহেমের গোয়ালঘরে স্বর্গের দূতদের ঈশ্বরের প্রশংসা ও মহিমা গান করার মাধ্যমে। যীশু যে রাজাদের রাজা তা আমরা দেখি পূর্ব-দেশ থেকে তিনজন পণ্ডিত জেরুজালেমে এসে সেখানকার রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন- আমরা আকাশের পূর্বদিকে একটি বড় তাঁরা দেখে বুঝতে পেরেছি মুক্তিদাতা যীশু আপনার রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁকে কোথায় রাখা হয়েছে? আমরা তাঁকে প্রণাম করতে চাই এবং মূল্যবান উপহার সোনা, ধূপ ও গন্ধরস তাঁকে উপহার দিতে চাই। এই কথা শুনে রাজা হেরোদ অসুখী ও অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি রাজা তাই অন্য কোনো রাজার জন্ম মেনে নিতে পারেননি। তিনি প্রধান পুরোহিতদের ও পণ্ডিতদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন- যিহুদিদের নতুন রাজার কোথায় জন্ম হওয়ার কথা? তাঁরা সব বললেন, যিহুদিয়ার বেথলেহেম নগরে। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা অসীম। ঈশ্বর মানুষকে পাপ থেকে মুক্তি দিতে তার একমাত্র পুত্র যীশুকে এই পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে পাঠালেন। তাই আমাদের প্রভু যীশুকে শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসা উচিত।

শিখন শেখানো কার্যাবলি: সর্বাঙ্গী প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠটি বুঝতে পেরেছে কি না তা বুঝতে চেষ্টা করবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) আমাদের ত্রাণকর্তা ও মুক্তিদাতা কে?	প্রভু যীশুখ্রিষ্ট।
খ) যীশুর জন্ম হয়েছিল কোন রাজার সময়ে?	রাজা হেরোদ।
গ) যীশুর জন্মের পরে স্বর্গদূতেরা কী করেছিলেন?	ঈশ্বরের প্রশংসা ও জয়গান করেছিলেন।
ঘ) কে মারীয়ার কাছে সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন?	মহাদূত গাব্রিয়েল।
ঙ) মারীয়ার স্বামীর নাম কী?	যোসেফ।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা আগামী ক্লাসে যীশুর জন্মের একটি ছবি ঐকে নিয়ে আসবে।

মূল্যায়ন

- ক) মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা কেমন? – অসীম।
 খ) ঈশ্বর মানুষকে পাপ থেকে মুক্তি দিতে কী করলেন? – তার একমাত্র পুত্র যীশুকে এই পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে পাঠালেন।
 গ) প্রভু যীশুখ্রিষ্টকে আমাদের কী করা উচিত? – শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসা উচিত।
 ঘ) যীশুর জন্মের সময় কোন রাজা সে দেশ শাসন করত? – রাজা হেরোদ
 ঙ) যীশুর জন্মের পরে রাজা হেরোদ কি খুশি হয়েছিলেন? – না। অসুখী ও অস্থির হয়ে উঠেছিলেন।

অষ্টম অধ্যায় পবিত্র আত্মা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ৯.১ পবিত্র আত্মা সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখনফল: ৯.১.১ পবিত্র আত্মা কে তা বলতে পারবে।

৯.১.২ পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনা করবে।

পাঠ বিভাজন: ২

পাঠ-১: পবিত্র আত্মা

শিখনফল: ৯.১.১ পবিত্র আত্মা কে তা বলতে পারবে।

উপকরণ: যীশুর দীক্ষাস্নান গ্রহণের ছবি ও পবিত্র আত্মা কবুতরের আকারে যীশুর ওপর নেমে আসছেন।

বিষয়বস্তু

ঈশ্বর যখন স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন তখন পবিত্র আত্মা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। বাইবেলের আদিপুস্তকে লেখা আছে, “জলরাশির উপরে বহিত ঈশ্বরের প্রাণবায়ু” (আদি পুস্তক ১:২)। পবিত্র আত্মা আমাদের এই পৃথিবীতে জীবন এনেছেন এবং সারা বিশ্বের ওপর ঈশ্বরের সৌন্দর্যের পদচিহ্ন রেখে দিয়েছেন। পবিত্র আত্মার প্রভাবে মারীয়ার গর্ভে যীশুর আগমন হয়েছিল। যীশু তাঁর দীক্ষাস্নানের পর প্রার্থনা করছিলেন; এমন সময়ে পবিত্র আত্মা কবুতরের আকারে যীশুর ওপর নেমে এসেছিলেন। স্বর্গ থেকে এ বাণী শোনা গেল, ইনি আমার প্রিয় পুত্র। ইহাতে আমি পরম প্রীত।” পবিত্র আত্মা হলেন ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তি; তিনি পিতা ও পুত্রের মতো ঈশ্বর। তিনি হলেন সেই প্রেমময় ও সত্যময় আত্মা যীশু তাঁর পিতার কাছে যাওয়ার জন্য যাঁকে আমাদের সহায়ক হিসেবে পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক যীশুর দীক্ষাস্নানের ছবিটি ছেলেমেয়েদের দেখাবেন ও নিম্নের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন:

ক) ছবিতে তোমরা কী কী দেখতে পাচ্ছ?

খ) যীশুকে কে দীক্ষাস্নাত করছেন?

গ) পবিত্র আত্মা কিসের আকারে যীশুর ওপরে নেমে এসেছিলেন?

ঘ) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন বাস্তব জীবনে কবুতরকে আমরা কিসের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করি। যেমন: কবুতর হলো শান্তির প্রতীক, সাদা কবুতর পবিত্রতার প্রতীক, কবুতর হলো শান্ত ও নম্রতার প্রতীক, সৌন্দর্যের প্রতীক।

এরপর শিক্ষক বুঝিয়ে দিবেন যে, এসব কারণেই মণ্ডলী পবিত্র আত্মাকে বোঝাতে কবুতর প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে। শিক্ষক আলোচনার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন যে, পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বরের আত্মা। তিনি ভালোবাসায় পূর্ণ। তিনি শান্ত, সুন্দর ও নম্র। কবুতর হলো পবিত্র আত্মার প্রতীক যা “জলরাশির উপরে বহিত” (আদি পুস্তক ১:২)। ঈশ্বর যখন স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন তখন পবিত্র আত্মা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মাটি, সাগর, তারা, পশুপাখি ও মাছ সবকিছুই ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছিল। বাতাসের মতো পবিত্র আত্মা পৃথিবীর সর্বত্র বয়ে সবকিছু জীবন্ত করে তুলেছিলেন এবং তাঁকে দিয়েছিল বৃষ্টি লাভ করার শক্তি। আজও ঈশ্বরের আত্মা অর্থাৎ পবিত্র আত্মা সর্বদাই আমাদের সাথে আছেন।

পবিত্র আত্মার প্রভাবে মারীয়ার গর্ভে যীশুর আগমন হয়েছিল। জন্মের পর যীশু পবিত্র আত্মার শক্তিতেই বয়সে, জ্ঞানে, ঈশ্বর ও মানুষের ভালোবাসায় বৃদ্ধি পেয়েছেন।

পবিত্র আত্মার প্রভাবে মারীয়ার গর্ভে যীশুর আগমন হয়েছিল। জন্মের পর যীশু পবিত্র আত্মার শক্তিতেই বয়সে, জ্ঞানে, ঈশ্বর ও মানুষের ভালোবাসায় বৃদ্ধি পেয়েছেন।

দীক্ষাগুরু যোহন জর্ডন নদীতে যীশুকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। দীক্ষাস্নানের সময় যীশু বিশেষভাবে পবিত্র আত্মাকে লাভ করেছিলেন। পবিত্র আত্মা কবুতরের আকারে যীশুর ওপর নেমে এসেছিলেন। পবিত্র আত্মার শক্তিতে দীক্ষিত ও শক্তিমান হয়ে যীশু তাঁর কর্মজীবন শুরু করে ছিলেন। যীশুর মতো আমরাও আমাদের দীক্ষাস্নানের সময় পবিত্র আত্মাকে লাভ করি এবং ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠি। যীশুর মতো আমরাও প্রতিদিন পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনা করতে পারি। পবিত্র আত্মার সহায়তায় আমাদের প্রতিদিনের কাজ শুরু করতে পারি। তাঁরই সাহায্যে আমরা আমাদের সব কাজ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারি।

পরিকল্পিত কাজ: কবুতরের ছবি অঙ্কন করবে।

স্বর্গ থেকে যে বাণীটি শোনা গেল তা মুখস্থ করবে: “ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতে আমি পরম প্রীত”।

মূল্যায়ন

প্রশ্ন	উত্তর
ক) পবিত্র আত্মা কে?	পবিত্র আত্মা হলেন ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তি; তিনি পিতা ও পুত্রের মতো ঈশ্বর।
খ) পবিত্র আত্মা কিসের আকারে যীশুর ওপরে নেমে এসেছিলেন?	কবুতরের আকারে।
গ) কবুতর কিসের প্রতীক?	কবুতর পবিত্র আত্মার প্রতীক।
ঘ) আমরা কখন পবিত্র আত্মাকে পাই?	আমরা দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে পবিত্র আত্মাকে পাই।
ঙ) পবিত্র আত্মার সাহায্যে আমরা কী করতে পারি?	আমাদের সব কাজ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে করতে পারি

পাঠ-২: পবিত্র আত্মা আমাদের সহায়

শিখনকল: ৯.১.২ পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনা করবে

উপকরণ: শিষ্যদের ওপর অগ্নি জিহ্বার আকারে পবিত্র আত্মার অবতরণের ছবি

বিষয়বস্তু

এ জগৎ ছেড়ে পিতার কাছে যাওয়ার আগে যীশু তাঁর শিষ্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: “আমি পিতার কাছে আবেদন জানাব; তিনি তখন আর একজন সহায়ককে তোমাদের দেবেন, যিনি চিরকালের মতোই তোমাদের সঙ্গে থাকবেন” (যোহন ১৪:১৬)। যীশুর মৃত্যুর পর শিষ্যেরা যখন ভয়ে কন্ধ ঘরে মা মারীয়ার সাথে প্রার্থনা করছিলেন তখন তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পঞ্চাশতমী পর্বদিনে পবিত্র আত্মা আগুনের জিহ্বার আকারে শিষ্যদের ওপর নেমে আসেন। পঞ্চাশতমী পর্বদিনে শিষ্যরা যেমন পবিত্র আত্মাকে লাভ করেছিলেন, তেমনি আমরাও আমাদের দীক্ষাস্নানের সময় পবিত্র আত্মাকে লাভ করে থাকি। পবিত্র আত্মা আমাদের আনন্দিত এবং যীশুর অনুগামী ও সাহসী সাক্ষী হওয়ার অনুগ্রহ দান করেন। পবিত্র আত্মা আমাদের যীশুর মতো চিন্তা করতে ও ভালোবাসতে সাহায্য করেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষক বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধর বন।

ক) তোমরা কী এমন কারও কথা বলতে পারো, যারা তোমাদের কোনো উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?

খ) তারা কারা?

গ) তারা তোমাদের কী দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? জন্মদিনে বা বড়দিনে নতুন পোশাক বা খেলনা কিনে দেওয়ার?

ঘ) তাদের দেওয়া উপহার পেয়ে তোমাদের কেমন লেগেছিল?

শিক্ষক এবার ছেলেমেয়েদের জানাবেন যে, মৃত্যুর পূর্বে যীশুও তাঁর শিষ্যদের একটি উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; তিনি বলেছিলেন যে, তিনি পিতা ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানাবেন যেন তিনি একজন সহায়ককে তাদের জন্য পাঠিয়ে দেন, যিনি চিরকালের মতোই তাদের সঙ্গে থাকবেন। (যোহন ১৪:১৬)।

শিক্ষক এবার শিষ্যদের ওপর আগুনের জিহ্বার আকারে পবিত্র আত্মার নেমে আসার ছবিটি দেখাবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন:

ক) ছবিতে তোমরা কী কী দেখতে পাচ্ছ?

খ) ছবিতে লোকগুলো কারা?

গ) ছবিতে পবিত্র আত্মাকে কীভাবে দেখানো হয়েছে?

ঘ) প্রেরিত শিষ্যদের মাথার ওপর কী দেখতে পাচ্ছ?

ঙ) আগুন জিহ্বা এখানে কিসের প্রতীক?

এরপর শিক্ষক ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে দেবেন যে, যীশুর মৃত্যুর পর শিষ্যরা অসহায় হয়ে পড়ে ছিলেন। ভয়ে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। তারা বুঝতে পারেনি তাদের কী করা প্রয়োজন। এ অবস্থায় তারা একটি বন্ধ ঘরে নিজেদের আটকে রেখেছিলেন আর প্রার্থনায় সময় কাটাতে লাগলেন। তাদের সাথে মা মারীয়াও ছিলেন।

শিষ্যরা প্রার্থনা করছিলেন এমন সময় সেই বন্ধ ঘরেই পবিত্র আত্মা তাদের ওপর আগুনের জিহ্বার আকারে নেমে এসে তাদের জীবনে পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। ভয়ের পরিবর্তে তারা সাহস নিয়ে জগতের কাছে যীশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী হয়ে উঠেছিলেন।

পরিকল্পিত কাজ: পবিত্র আত্মার কাছে একটি গানের মাধ্যমে প্রার্থনা করবে; এসো এসো আত্মা তুমি এসো ...

প্রার্থনা করবে: হে পবিত্র আত্মা, তুমি এসো। তোমার আলোয় আমাদের মন আলোকিত কর। আমাদের সকল প্রকার ভয় দূর কর। আমাদের সাহস ও শক্তি দান কর, আমরা যেন যীশুর মতো ভালোবাসতে পারি ও জগতের কাছে যীশুর ভালোবাসার সাক্ষী হয়ে উঠি।

মূল্যায়ন:

প্রশ্ন	উত্তর
ক) বন্ধ ঘরে শিষ্যরা কী করছিলেন?	প্রার্থনা করছিলেন।
খ) তাদের সাথে আর কে ছিলেন।	তাদের সাথে মা মারীয়া ছিলেন।
গ) শিষ্যদের ওপর পবিত্র আত্মা কিসের আকারে নেমে এসেছিলেন?	আগুনের জিহ্বার আকারে।
ঘ) দীক্ষান্নানে আমরা কাকে লাভ করি?	দীক্ষান্নানে আমরা পবিত্র আত্মাকে লাভ করি।

নবম অধ্যায় খ্রিস্ট মন্ডলী

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ১০.১ খ্রিস্টমন্ডলী একটি দেহের মতো তা বলতে পারবে।

শিখনফল: ১০.১.১ খ্রিস্টমন্ডলী সম্পর্কিত ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।

১০.১.২ যীশুর নির্দেশ মেনে চলবে।

পাঠ বিভাজন: ২

পাঠ-১: খ্রিস্টমন্ডলী: আমাদের বড় পরিবার

শিখনফল: ১০.১.১ খ্রিস্টমন্ডলী সম্পর্কিত ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।

উপকরণ: একটি গির্জাঘর ও তার সামনে বিভিন্ন দেশ ও ভাষার কিছু মানুষের ছবি।

বিষয়বস্তু

যীশুর মৃত্যুর পর শিষ্যগণ যখন ভয়ে একটি ঘরে জড় হয়ে মা মারীয়াকে সাথে নিয়ে একাত্ম হয়ে প্রার্থনা করছিলেন তখন পবিত্র আত্মা অগ্নি জিহবার আকারে তাদের ওপর নেমে এসেছিলেন। সাথে সাথে তাদের ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল। তারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে সাহসের সাথে যীশুকে প্রচার করতে শুরু করে। শিষ্যদের কথা ও উপদেশ শুনে সেদিন হাজার হাজার লোক যীশুতে বিশ্বাস করেছিল এবং দীক্ষিত হয়ে বিশ্বাসী সমাজভুক্ত হয়েছিল। সেই পঞ্চাশতমী পর্বের দিনেই মন্ডলীর জন্ম হয়। আমরাও দীক্ষাস্নান গ্রহণের মধ্য দিয়ে পরিবাররূপ মন্ডলীর সদস্য হয়ে উঠি। খ্রিস্ট যেভাবে ভালোবেসেছেন ঠিক সেভাবে ভালোবাসার নতুন আদেশ হচ্ছে এই নব গঠিত বিশ্ব পরিবারের বিধান।

“মন্ডলী” শব্দটির অর্থ হলো “জনগণের সমাবেশ”। সেই সব জনগণের সমাবেশ, যারা “ঈশ্বরের বাণী” শোনার জন্য সমবেত হয়; যারা ঐশ জন মন্ডলী গঠন করার জন্য সম্মিলিত হয়; যারা খ্রিস্টের দেহ ভোজন করে পরিপুষ্ট হয়ে নিজেরাই হয়ে ওঠে খ্রিস্টের দেহ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক যেকোনো একটি পরিবারের ছবি প্রেণিতে নিয়ে আসবেন এবং শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন তাদের নিজ পরিবারের একটি ছবি নিয়ে আসতে। সেই ছবি দেখিয়ে শিক্ষক পরিবারের প্রতিজন ব্যক্তির দায়িত্ব ও ভূমিকা আলোচনা করবেন। শিক্ষক বোর্ডে ছবি ঐকে বা তাদের নাম লিখে ভূমিকাগুলো লিখবেন। যেমন: বাবা মাঠে কাজ করেন বা চাকরি করেন, মা ঘর-সংসারের কাজ করেন ইত্যাদি। পরিবারে সব সদস্যের কোনো না কোনো দায়িত্ব থাকে। সবাইকে নিয়ে আমাদের এক একটি পরিবার গঠিত হয়।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা একটি বিশেষ পরিবারের বিষয়ে জানব ও শিখব। এই পরিবার হলো ঈশ্বরের জনগণের একটি বড় পরিবার অর্থাৎ আমাদের খ্রিস্টমন্ডলী।

শিক্ষক নির্দেশিকার ছবিটি দেখাবেন এবং বোর্ডে তা অঙ্কন করবেন। ছবিটির বিষয়ে ব্যাখ্যা করবেন।

ক) ছবির ওপরের দিকে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?

খ) ছবির নিচের দিকে কী দেখতে পাচ্ছ?

গ) তারা কোন্ কোন্ জাতির মানুষ?

শিক্ষক ব্যাখ্যা করবেন ছবির ওপরের অংশে একটি দালান দেখা যাচ্ছে। দালানটি সাধারণ দালান নয়। এটি একটি বিশেষ দালান। কারণ, এটি ঈশ্বরের ঘর। আমরা ঈশ্বরের ঘরকে বলি “গির্জাঘর”।

ছবির নিচের অংশে রয়েছে বিভিন্ন জাতির, ভাষার ও বর্ণের বা রঙের মানুষ। তারা একজন অন্যজন থেকে আলাদা আলাদা এবং একেকজন একেক জায়গায় বাস করে। তবুও তারা একটি বড় পরিবারের মতো একত্র হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয় ও প্রশংসা করে। আমরা তাদের বলি “খ্রিস্টমন্ডলী”। কাজেই “খ্রিস্টমন্ডলী” বা “মন্ডলী” বলতে মাত্র একটি দালানকে বোঝায় না; সেই সঙ্গে “ঈশ্বরের জনগণ”কে বোঝায়। যারা ঈশ্বরের ঘরে অর্থাৎ গির্জাঘরে একত্রিত হয়ে প্রভুর বাণী শোনে ও খ্রিস্টযাগে বা প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করে।

এরপর মন্ডলীর বিষয়ে এভাবে বোঝাবেন : এই পরিবারের অর্থাৎ খ্রিস্টমন্ডলীর জন্ম হয় পঞ্চাশতমী পর্বের দিন পবিত্র আত্মার আগমনের মধ্য দিয়ে। সেই দিন শিষ্যরা পবিত্র আত্মায় দীক্ষিত হয়ে সব ভয়-বাধা তুচ্ছ করে যীশুকে প্রচার করতে আরম্ভ করে। তাদের প্রচারের ফলে সেদিন হাজার হাজার লোক যীশুতে বিশ্বাস করে দীক্ষা গ্রহণ করে। এ ভাবেই প্রথম মন্ডলী শুরু হয়। দিনে দিনে তা বৃদ্ধি পেয়ে পৃথিবীর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এই পরিবারের জনগণ প্রতিদিন এবং বিশেষভাবে প্রতি রবিবারে প্রভুর বাণী শোনার জন্য এবং প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করার জন্য একত্রে মিলিত হয় ঈশ্বরের ঘরে বা গির্জাঘরে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন নিয়মিত তারা নিজেদের পরিবারে প্রার্থনা করে কি না। তারা রবিবারে কোথায় যায় প্রভুর বাণী শুনতে, খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে বা প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যোগ দান করতে। শিক্ষক বুঝিয়ে দেবেন যে, খ্রিস্টীয় পরিবার একটি বিশ্ব পরিবার। পৃথিবীর সব দেশেই বিভিন্ন ভাষা, জাতি ও গোষ্ঠীর লোক এই পরিবারের সদস্য। সবাই একই পিতার সন্তান এবং পরস্পর ভাইবোন। প্রভু যীশু আমাদের সবাইকে যেভাবে ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত ভালোবেসেছেন তেমনি তিনি চান যে আমরা বিশ্ব পরিবারের সবাইকে ভালোবাসি।

পরিকল্পিত কাজ

দূর দেশের মন্ডলীর সদস্যদের জন্য শিক্ষার্থীরা প্রার্থনা করবে: যেমন-হে প্রভু, তুমি আফ্রিকার মানুষ/শিক্ষার্থীদের আশীর্বাদ কর। “হে প্রভু, তুমি বাংলাদেশের জনগণ/শিক্ষার্থীদের আশীর্বাদ কর।”

মূল্যায়ন

প্রশ্ন	উত্তর
ক) মন্ডলী বলতে কাদের বোঝায়?	মন্ডলী বলতে ঈশ্বরের জনগণকে বোঝায়।
খ) ঈশ্বরের জনগণ কোথায় সমবেত হয়?	ঈশ্বরের ঘরে বা গির্জাঘরে সমবেত হয়।
গ) ঈশ্বরের ঘরে বা গির্জাঘরে তারা কেন সমবেত হয়?	তারা ঈশ্বরের বাণী শুনতে, প্রভুর ভোজে অংশ নিতে ও প্রার্থনা করতে সমবেত হয়।
ঘ) মন্ডলীর জন্ম হয় কোন্ দিন?	পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে।
ঙ) আমরা কীভাবে মন্ডলীর সদস্য হয়ে উঠি?	দীক্ষাস্নান গ্রহণের ফলে আমরা মন্ডলীর সদস্য হয়ে উঠি।

পাঠ-২: খ্রিস্টমন্ডলী: একটি দেহের মতো

শিখনফল: ১০.১.২ যীশুর নির্দেশ মেনে চলবে।

উপকরণ: একটি মানব দেহের ছবি

বিষয়বস্তু

“মন্ডলী” শব্দটির অর্থ হলো “জনগণের সমাবেশ”। সেই সব জনগণের সমাবেশ, যারা “ঈশ্বরের বাণী” শোনার জন্য সমবেত হয়; যারা ঐশ জন মন্ডলী গঠন করার জন্য সম্মিলিত হয়; যারা খ্রিস্টের দেহ ভোজন করে পরিপুষ্ট হয়ে নিজেরাই হয়ে ওঠে খ্রিস্টের দেহ।

একটি দেহ বিভিন্ন অঙ্গ নিয়ে গঠিত। প্রতিটি অঙ্গের নিজস্ব ভূমিকা বা কাজ আছে। খ্রিস্ট সমাজ একটা দেহের মতো। মন্ডলীতেও ঐশজনগণের বিভিন্ন কাজ বা ভূমিকা আছে। যেখানে সহভাগিতা ও একাত্মতার

মনোভাব দরকার। এগুলো না থাকলে মন্ডলী সুষ্ঠুরূপে গড়ে উঠতে পারে না। দেহের সঙ্গে মন্ডলীর তুলনাটি খ্রিষ্ট ও তাঁর মন্ডলীর মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও বন্ধনকে বোঝায়। যেসব বিশ্বাসী ঐশবাগীর ডাকে সাড়া দিয়ে খ্রিষ্টের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়, তারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবেই খ্রিষ্টের সাথে মিলিত হয়। তাদের মধ্যে খ্রিষ্টের জীবন প্রবাহিত হয় তাদের বিশ্বাসেরই গুণে। তারা যীশুর নির্দেশ পালন করতে সচেষ্ট হয়।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক বোর্ডে একটি মানবদেহের ছবি আঁকবেন এবং ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন:

হাতের কাজ কী? চোখের কাজ কী? পায়ের কাজ কী? মুখের কাজ কী? কানের কাজ কী? নাকের কাজ কী? মাথার কাজ কী? হৃদয়ের কাজ কী?

এক এক করে প্রতিটি অঙ্গের বিষয়ে প্রশ্ন করে বুঝিয়ে দেবেন যে দেহের প্রতিটি অঙ্গের আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে, যা গোটা শরীরের মঙ্গলের জন্য এবং গোটা ব্যক্তির কল্যাণের জন্য।

বিভিন্ন অঙ্গ পরস্পর নির্ভরশীল। যেমন: পা ছাড়া আমরা চলতে পারি না, মুখ ছাড়া খাওয়া পেটে যেতে পারে না। বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সংযোগ রয়েছে, যেমন, চোখ দিয়ে দেখে পা এগিয়ে চলে, কান দিয়ে শুনে মুখ কথা বলে, মাথা সব অঙ্গের কাজ পরিচালনা করে। হৃদয়, আত্মা দেহকে জীবিত ও প্রাণবন্ত রাখে।

শিক্ষক আলোচনা করে বুঝিয়ে দিবেন যে খ্রিষ্টসমাজও একটি দেহের মতো।

দীক্ষান্নান সাক্রামেন্ট গ্রহণের মাধ্যমে আমরা মন্ডলীর সদস্য হই। একই সাথে দীক্ষান্নানে পবিত্র আত্মাকে লাভ করে আমরা যীশুর দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে উঠি। যীশু হলেন মন্ডলীর মস্তক, প্রাণকেন্দ্র ও শক্তি।

একই দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে আমরা পরস্পরের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত হই। আমরা এক দেহ কারণ একই পবিত্র আত্মা আমাদের সবার অন্তরে থেকে সবাইকে একদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো সংযুক্ত করে রাখেন।

দেহের প্রতিটি অঙ্গের যেমন বিভিন্ন কাজ ও ভূমিকা রয়েছে, তেমনি মন্ডলীতেও বিভিন্ন আবশ্যিক কাজ ও ভূমিকা রয়েছে। যাজকের কাজ খ্রিষ্টযাগ বা প্রভুর ভোজ উৎসর্গ করা, সাক্রামেন্ট প্রদান করা, বাগী প্রচারকের কাজ হলো বাগী প্রচার করা, শিক্ষক শিক্ষাদান করা, সিস্টার-ব্রাদার বা ব্রতধারী/ব্রতধারিণী হয়ে যীশুকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করা, খ্রিষ্টভক্তদের খ্রিষ্টের বাগী অনুসারে জীবন যাপন করা।

যীশু তাঁর কর্মজীবনে অনেক মানুষকে সুস্থ করেছেন, অন্ধকে দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন, বোবাকে কথা বলার শক্তি, কালাকে (যারা কানে শোনে না) শোনবার শক্তি ও মৃতকে জীবন দান করেছেন।

যীশু বলেছেন, আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালোবাসে। তোমরা যদি আমার আদেশ পালন কর, তাহলে তোমরা আমার ভালোবাসার আশ্রয়ে থাকবে।

নিয়মিত গির্জায় যাওয়া, দয়ার কাজ করা, ভালোভাবে পড়াশোনা করা, স্কুলে অন্যদের সাহায্য করা, গরিব-দুঃখী ভাই বোনদের সাহায্য করা ইত্যাদি কাজ করার মধ্য দিয়ে আমরা যীশুর নির্দেশ পালন করতে পারি ও তাঁর মতো ভালোবাসতে পারি।

পরিকল্পিত কাজ:

একটি দেহের ছবি আঁকবে। প্রতিটি অঙ্গের কী কী কাজ তা বলবে।

মূল্যায়ন:

প্রশ্ন	উত্তর
ক) খ্রিষ্টমন্ডলীকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?	মন্ডলী বলতে ঈশ্বরের জনগণকে বোঝায়।
খ) একদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলতে কী বোঝায়?	আমরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল।
গ) দেহরূপ মন্ডলীর মস্তক কে?	খ্রিষ্টযীশু হলেন দেহরূপ মন্ডলীর মস্তক।
ঘ) মন্ডলীতে এখন তোমার দায়িত্ব কী?	যীশুর আদেশ অনুসারে চলা।
ঙ) যীশু আমাদের কী আদেশ দিয়েছেন?	পরস্পরকে ভালোবাসতে।

দশম অধ্যায় সাক্রামেন্ট

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ১১.১ সাতটি সাক্রামেন্ট সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখনফল: ১১.১.১ সাতটি সাক্রামেন্টের নাম মুখস্থ বলতে পারবে।

১১.১.২ সাক্রামেন্টের পবিত্রতা বজায় রাখবে।

পাঠ বিভাজন: ২

পাঠ-১: সাক্রামেন্ট : ঈশ্বরের কৃপা লাভের চিহ্ন

শিখনফল: ১১.১.১ সাতটি সাক্রামেন্টের নাম মুখস্থ বলতে পারবে।

উপকরণ: সাতটি সাক্রামেন্ট গ্রহণের সাতটি ছবি

বিষয়বস্তু

খ্রিস্টমন্ডলীতে রয়েছে সাতটি সাক্রামেন্ট:

১। দীক্ষান্নান (বাপ্টিজম) ২। পাপস্বীকার (পুনর্মিলন) ৩। খ্রিস্টপ্রসাদ ৪। হস্তার্পণ ৫। বিবাহ ৬। যাজকবরণ ৭। রোগীলেপন

কোনো কোনো মন্ডলীতে সবগুলো সাক্রামেন্ট পালন করা হয় না। তবু আমাদের জেনে রাখা দরকার সাক্রামেন্টগুলো কী এবং এগুলো গ্রহণের ফলে আমাদের জীবনে কী হয়? সাক্রামেন্টগুলো হচ্ছে ঈশ্বরের ভালোবাসা ও আধ্যাত্মিক কৃপালাভের বাহ্যিক চিহ্ন। আমরা বিশ্বাস করি সাক্রামেন্টগুলো যীশু আমাদের দিয়ে গিয়েছেন। সাক্রামেন্টগুলোর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পবিত্র করা, খ্রিস্টের দেহকে গঠন করা এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উপাসনা নিবেদন করা। এগুলোতে ব্যবহার করা হয় মানুষের কথা ও বিভিন্ন দ্রব্য, যেমন: তেল, জল, সাদা কাপড়, ক্রুশ ও মোমবাতি। সাক্রামেন্ট আমাদের বিশ্বাসকে সবল করে। খ্রিস্টের প্রতিনিধি হিসেবে যাজক বা পালক সাক্রামেন্টগুলো প্রদান করেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক কতগুলো চিহ্ন কাগজে ঐকে নিয়ে আসবেন যেগুলো বাস্তবজীবনে ব্যবহার করা হয়। যেমন: ট্রাফিক লাইট লাল, হলুদ ও নীল বাতি; জেব্রা ক্রসিং ইত্যাদি। ট্রাফিক লাইটের ছবিটি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন:

ক) ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?

খ) লাল বাতি জ্বললে গাড়িগুলো কী করে?

গ) সবুজ বাতি জ্বললে গাড়িগুলো কী করে?

ঘ) পায়ে হেঁটে রাস্তা চলাচলের সময় কোন চিহ্নটি দিয়ে তোমরা রাস্তা পার হও?

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলে দেবেন, লাল বাতি জ্বললে গাড়িগুলো থেমে যায়, সবুজ বাতি জ্বলে উঠলে গাড়িগুলো আবার চলতে শুরু করে। জেব্রা ক্রসিং দিয়ে আমরা রাস্তা পার হই। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন তারা আরও কোনো চিহ্নের কথা জানে কি না? এরপর শিক্ষক নিজেই বলে দেবেন: তোমরা বড়দের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নাও, গুরু ব্যক্তিগণ তোমাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন। এমন আরও অনেক অনেক চিহ্ন আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি। লাল, সবুজ বাতি দিয়ে আমরা ঘর সাজাই, কিন্তু যখন রাস্তায় লাল, হলুদ, সবুজ বাতি ব্যবহার করা হয়, তার অর্থ আলাদা হয়।

শিক্ষক এ সময় নির্দেশিকার ছবিগুলো শিক্ষার্থীদের দেখাবেন। শিক্ষক প্রশ্ন করবেন: প্রথম ছবিটিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ? দ্বিতীয় ছবিটিতে কী দেখতে পাচ্ছ? এভাবে প্রতিটি ছবি দেখাবেন ও প্রশ্ন করবেন।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন যে, খ্রিষ্টমন্ডলীতে আমরা বাপ্তিস্মও বলে থাকি। দ্বিতীয়টি হলো পাপস্বীকার বা পুনর্মিলন। তৃতীয়টি হলো খ্রিষ্টপ্রসাদ। চতুর্থটি হলো হস্তার্পণ। পঞ্চমটি হলো বিবাহ। ষষ্ঠটি হলো যাজকবরণ। সপ্তমটি রোগীলেপন।

কোনো কোনো মন্ডলীতে সবগুলো সাক্রামেন্ট পালন করা হয় না। তবু আমাদের জেনে রাখা দরকার সাক্রামেন্টগুলো কী এবং এগুলো গ্রহণের ফলে আমাদের জীবনে কী হয়?

আমাদের ধর্মীয় উপাসনায় সাক্রামেন্টগুলো এমন কতগুলো বাহ্যিক চিহ্ন, যার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসা ও কৃপা লাভ করি। এগুলোর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পবিত্র করা, খ্রিষ্টের দেহকে গঠন করা এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উপাসনা নিবেদন করা। সাক্রামেন্টগুলোতে ব্যবহার করা হয় বাহ্যিক কিছু চিহ্ন যেমন: মানুষের কথা ও বিভিন্ন দ্রব্য, যেমন: তেল, জল, সাদা কাপড়, ক্রুশ ও মোমবাতি। সাক্রামেন্ট আমাদের বিশ্বাসকে সবল করে।

খ্রিষ্টের প্রতিনিধি হিসেবে যাজক বা পালক সাক্রামেন্টগুলো প্রদান করেন।

পরিকল্পিত কাজ

সাতটি সাক্রামেন্টের নাম মুখস্থ করবে।

মূল্যায়ন:

প্রশ্ন	উত্তর
ক) সাক্রামেন্ট কয়টি?	সাতটি
খ) সাক্রামেন্টগুলো কিসের চিহ্ন?	ঈশ্বরের ভালোবাসা ও কৃপা লাভের চিহ্ন।
গ) সাক্রামেন্টগুলোতে কী কী ব্যবহার করা হয়?	কথা, তেল, জল, সাদা কাপড়, ক্রুশ ও মোমবাতি।
ঘ) সাক্রামেন্টগুলো কে স্থাপন করেছেন?	সাক্রামেন্টগুলো যীশু স্থাপন করেছেন।
ঙ) কে সাক্রামেন্টগুলো প্রদান করতে পারেন?	যাজক সাক্রামেন্টগুলো প্রদান করতে পারেন।

পাঠ-২: সাক্রামেন্ট বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পবিত্রতা লাভের উপায়

শিখনফল: ১১.১.২ সাক্রামেন্টের পবিত্রতা বজায় রাখবে।

উপকরণ: প্রথম পাঠের চিত্রগুলো ব্যবহার করবেন। শিক্ষক সাতটি সাক্রামেন্টের নাম লেখা একটি চার্ট ব্যবহার করতে পারেন।

বিষয়বস্তু

সাক্রামেন্টগুলো হচ্ছে ঈশ্বরের ভালোবাসা ও আধ্যাত্মিক কৃপা লাভের বাহ্যিক চিহ্ন। আমরা বিশ্বাস করি যে যীশু এগুলো স্থাপন করেছেন। সাক্রামেন্টগুলোর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পবিত্র করা, খ্রিষ্টের দেহকে গঠন করা এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উপাসনা নিবেদন করা। সাতটি সাক্রামেন্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে আলাদা আলাদা কৃপা লাভ করে থাকি। দীক্ষান্নানের মধ্য দিয়ে আমরা আদি পাপের ক্ষমা পাই ও ঈশ্বরের সন্তান হই। একই সাথে আমরা মন্ডলীর সদস্য হই। পাপস্বীকার সাক্রামেন্টের মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিদিনের পাপের ক্ষমা পাই ও ঈশ্বরের সাথে আবার মিলিত হই। খ্রিষ্টপ্রসাদের আকারে যীশু আমার অন্তরে আসেন, আমি যীশুর সাথে মিলিত হই ও সবার সাথে মিলিত হই। হস্তার্পণ সাক্রামেন্টে আমরা পরিপূর্ণভাবে পবিত্র আত্মাকে পাই। বিবাহ ও যাজকবরণ এই সাক্রামেন্ট দুইটি আমরা বড় হয়ে গ্রহণ করি। জীবনের জন্য বড় দায়িত্ব পাই। রোগীলেপন সাক্রামেন্ট রোগীরা সুস্থ হওয়ার জন্য গ্রহণ করে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক নির্দেশিকার ছবিগুলো দেখাবেন এবং প্রতিটি সাক্রামেন্ট সম্বন্ধে একটু আলোচনা করবেন। দীক্ষান্নান গ্রহণের ছবিটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবেন তারা কোন দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানে কোনো দিন যোগদান করেছে কি না। তাদের নিজেদের বা নিজ নিজ ভাইবোনদের দীক্ষান্নান অনুষ্ঠানের কোনো ঘটনা তাদের মনে আছে কি না এবং কী মনে আছে? এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলে দেবেন যে যাজক শিশুদের মাথায় জল ঢেলে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে একটি শিশুকে দীক্ষান্নান সাক্রামেন্টটি প্রদান করেন।

একইভাবে হস্তার্পণ সাক্রামেন্ট গ্রহণের ছবিটি নির্দেশ করবেন এবং বাস্তব জীবনে তারা কোন হস্তার্পণ গ্রহণের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল কি না তা জিজ্ঞেস করবেন। এরপর তাদের বুঝিয়ে দেবেন যে মন্ডলীর মহাধর্মপাল বা বিশপ প্রার্থীদের মাথায় হাত রেখে হস্তার্পণ সাক্রামেন্ট প্রদান করেন এবং প্রার্থীর নাম ধরে বলেন, “পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর।”

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাপস্বীকার ও খ্রিষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ট গ্রহণের ছবি দুটি এক এক করে দেখাবেন। শিক্ষার্থীদের বলবেন যে, পাপস্বীকার সাক্রামেন্ট গ্রহণ করলে আমরা পাপের ক্ষমা পাই। এরপর আমরা খ্রিষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ট গ্রহণ করতে পারি। খ্রিষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্টে অর্থাৎ প্রভুর ভোজে আমরা প্রসাদের আকারে যীশুকে গ্রহণ করি।

বিবাহ ও যাজকবরণ সাক্রামেন্ট দুটো বড় হলে পর গ্রহণ করতে পারি। যাজকবরণ সাক্রামেন্ট সাধারণত ছেলেরা গ্রহণ করতে পারে।

রোগীদের লেপন সাক্রামেন্ট গুরুতর রোগে আক্রান্ত রোগীরা গ্রহণ করে।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন যে, এ ভাবেই সাক্রামেন্টগুলো গ্রহণের ফলে আমরা জীবনে বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বরের কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করি। আমরা ঈশ্বরের কৃপা লাভ করে পবিত্র হয়ে উঠি। আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। সাক্রামেন্টগুলো গ্রহণের মধ্য দিয়ে আমরাও ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও ভালোবাসা দেখাই। তাই আমাদের পবিত্রভাবে সাক্রামেন্টগুলো গ্রহণ করা দরকার।

পরিকল্পিত কাজ

সাতটি সাক্রামেন্টের নাম মুখস্থ করবে।

মূল্যায়ন

প্রশ্ন	উত্তর
ক) কোন সাক্রামেন্টের মধ্য দিয়ে আমরা মন্ডলীর সদস্য হই?	দীক্ষান্নান
খ) কোন সাক্রামেন্টের মধ্য দিয়ে আমরা পরিপূর্ণভাবে পবিত্র আত্মাকে পাই?	হস্তার্পণ
গ) কোন সাক্রামেন্টের মধ্য দিয়ে যীশু প্রসাদের আকারে আমাদের অন্তরে আসেন?	খ্রিষ্টপ্রসাদ
ঘ) কোন দুইটি সাক্রামেন্ট আমরা বড় হয়ে গ্রহণ করি?	যাজকবরণ ও বিবাহ
ঙ) রোগীরা সুস্থ হওয়ার জন্য কোন সাক্রামেন্ট গ্রহণ করে?	রোগীদের লেপন

একাদশ অধ্যায় সামুয়েলের আহ্বান

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ১২.১ সামুয়েলের আহ্বান সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখনফল: ১২.১.১ আহ্বান অর্থ বলতে পারবে।

১২.১.২ সামুয়েলকে ঈশ্বর কীভাবে আহ্বান করেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

১২.১.৩ ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে আহ্বান করেন তা বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: ৩

পাঠ-১: ঈশ্বর আমাকে নাম ধরে ডাকেন

শিখনফল: ১২.১.১ আহ্বান অর্থ বলতে পারবে।

উপকরণ: একটি মেয়ে ও একটি ছেলের সামনে নাম লেখা ছবি, নামসহ সুন্দর ফুলের ছবি, নামসহ ফলের ছবি।

বিষয়বস্তু

আমাদের প্রত্যেকের ঈশ্বরের দেওয়া একটি নাম আছে। দীক্ষান্নানের সময় আমরা আমাদের নামটি পেয়ে থাকি। আমাদের পরিবার এই নামটি বেছে দেয়। কেউ যখন আমাদের কিছু বলতে চায়, তাহলে সে আমাদের নাম ধরে আমাদের আহ্বান করেন অর্থাৎ নাম ধরে আমাদের ডাকেন। আমাদের নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের নামের দ্বারাই আমরা জানতে পারি আমরা কে এবং অন্যেরাও জানতে পারে আমাদের পরিচয়। ঈশ্বর আমাদের খুব ভালোবাসেন। তিনিও আমাদের নিজ নিজ নাম ধরে ডাকতে পছন্দ করেন। আমরা যে তাঁরই। তাঁর আদেশ পালন করার জন্য ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেন। আহ্বান অর্থ হলো ডাক।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক নির্দেশনা বই থেকে ছেলে ও মেয়েটির ছবি দেখাবেন ও ছবিতে কী নাম লেখা আছে তা পড়ে শোনাবেন। এরপর তিনি কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নাম ধরে ডাকবেন এবং সামনে এসে তাদের পরিচয় দিতে বলবেন। এরপর তিনি শিক্ষার্থীদের নিম্নের প্রশ্নগুলো করবেন:

প্রতিদিন ক্লাসের শুরুতে কে তোমাদের নাম ধরে ডাকেন?

কেন প্রতিদিন শিক্ষক ক্লাসের শুরুতে নাম ডাকেন?

বাড়িতে কে কে তোমাকে নাম ধরে ডাকেন?

কেন তোমাকে নাম ধরে ডাকেন?

কেউ তোমাকে নাম ধরে ডাকলে তোমার কেমন লাগে?

এরপর শিক্ষক ফুল ও ফলের ছবি দুইটি দেখিয়ে সেগুলোর নাম জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন যে, পৃথিবীতে প্রতিটি জিনিসের ও প্রতিটি মানুষের আলাদা আলাদা নাম আছে। নামের মধ্য দিয়ে আমরা সব জিনিসের পরিচয় পাই। নামের মধ্য দিয়ে সেগুলো কোন কাজে লাগে তাও জানতে পারি।

আমাদের প্রত্যেকের ঈশ্বরের দেওয়া একটি নাম আছে। দীক্ষান্নানের সময় আমরা আমাদের নামটি পেয়ে থাকি। আমাদের পরিবার এই নামটি বেছে দেয়। কেউ যখন আমাদের কিছু বলতে চায় তাহলে সে আমাদের নাম ধরে আমাদের ডাকেন। আমাদের নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমাদের নামের দ্বারাই আমরা জানতে পারি আমরা কে এবং অন্যেরাও জানতে পারে আমাদের পরিচয়। ঈশ্বর আমাদের খুব ভালোবাসেন। তিনিও আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ নাম ধরে ডাকতে পছন্দ করেন। আমরা যে তাঁরই। তাঁর আদেশ পালন করার জন্য ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেন। আহ্বান অর্থ হলো ডাক। আমরা বিভিন্ন ভাবে ঈশ্বরের আহ্বানে বা ডাকে সাড়া দিয়ে থাকি।

পরবর্তী পাঠে আমরা দেখব বালক সামুয়েল কীভাবে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) আহ্বানের অর্থ কী?	আহ্বান অর্থ হলো ডাক।
খ) ঈশ্বর আমাদের কীভাবে ডাকেন?	ঈশ্বর আমাদের নাম ধরে ডাকেন।
গ) আমাদের নামটি আমরা কখন পেয়ে থাকি?	দীক্ষান্নানের সময় আমরা আমাদের নামটি পেয়ে থাকি।
ঘ) আমাদের নামের দ্বারা আমরা কী জানতে পারি?	আমাদের নামে দ্বারা আমরা আমাদের পরিচয় জানতে পারি।
ঙ) ঈশ্বর কেন আমাদের আহ্বান করেন?	ঈশ্বর আমাদের তাঁর আদেশ পালন করতে আহ্বান করেন।

পরিকল্পিত কাজ: সবাই খাতায় একটি ফুল আঁকবে এবং ফুলের মাঝখানে নিজের নাম লিখবে।

মূল্যায়ন

- | | |
|--|-----------------------|
| ক) আহ্বানের অর্থ কী? | – ডাক |
| খ) ঈশ্বর আমাদের কীভাবে ডাকেন? | – নাম ধরে |
| গ) আমাদের নামটি আমরা কখন পেয়ে থাকি? | – দীক্ষান্নানে |
| ঘ) আমাদের নামের দ্বারা আমরা কী জানতে পারি? | – পরিচয় |
| ঙ) ঈশ্বর কেন আমাদের আহ্বান করেন? | – তাঁর আদেশ পালন করতে |

পাঠ-২: ঈশ্বর সামুয়েলকে আহ্বান করলেন

শিখনফল: ১২.১.২ সামুয়েলকে ঈশ্বর কীভাবে আহ্বান করেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ: সামুয়েলের আহ্বানের ছবি

বিষয়বস্তু

বালক সামুয়েল ছিল এলকানা ও আন্নার পুত্র। তার মা তাকে মন্দিরে ঈশ্বরের সেবা করার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। সামুয়েল যাজক এলির নির্দেশমতো মন্দিরে ঈশ্বরের সেবা করত। একদিন রাতে মন্দিরের বেদীর সামনে সামুয়েল ঘুমিয়েছিল। এমন সময়ে ঈশ্বর সামুয়েলকে ডাকলেন। সে উত্তর দিল: “এই যে আমি!” তারপর সে এলির কাছে দৌড়ে গিয়ে বলল: “আপনি তো ডেকেছেন; এই তো আমি!” কিন্তু এলি বললেন: “না, আমি তো ডাকিনি। যাও, গিয়ে শুষে পড়।” সে তখন গিয়ে শুষে পড়ল। ঈশ্বর আবার ডাকলেন: “সামুয়েল!” সামুয়েল উঠে পড়ে এলির কাছে গিয়ে বলল: “আপনি তো ডেকেছেন: এই তো আমি!” কিন্তু এলি উত্তর দিলেন: “না, বাবা, আমি তো ডাকিনি। যাও, গিয়ে শুষে পড়।” সামুয়েল তখনো ঈশ্বরকে জানত না। ঈশ্বরের বাণী তখনো তার কাছে প্রকাশিত হয়নি। ঈশ্বর তৃতীয়বার ডাক দিয়ে বললেন: “সামুয়েল!” সে আবার উঠে এসে এলির কাছে গিয়ে বলল: “আপনি তো ডেকেছেন: এই তো আমি!” এবার এলি বুঝতে পারলেন যে, ঈশ্বর নিজেই বালকটিকে ডাকছেন। তাই তিনি সামুয়েলকে বললেন: “যাও, গিয়ে শুষে পড়। এরপর কেউ যদি তোমাকে ডাকে, তবে বলবে: ‘বলো, প্রভু! এই তো তোমার সেবক শুনছে।’” তখন সামুয়েল নিজের জায়গায় গিয়ে আবার শুষে পড়ল। এবার ঈশ্বর আগের মতোই তাকে ডাক দিয়ে বললেন: “সামুয়েল! সামুয়েল!” সামুয়েল উত্তর দিল: “বলো, প্রভু, তোমার সেবক শুনছে।”

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক নির্দেশিকার ছবিটি দেখিয়ে ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন:

ছবিটিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?

ছেলেটি কী করছে?

ছবিটিতে আর কী কী আছে?

শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের বলবেন যে, ছবিটিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ছোট্ট একটি ছেলের ছবি। সে হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করে বসে আছে। মনে হচ্ছে সে প্রার্থনা করছে। ছেলেটির নাম হলো সামুয়েল। সে অল্প বয়সে ঈশ্বরের মন্দিরে থেকে তাঁর সেবা করত। একদিন ঈশ্বর সামুয়েলকে নাম ধরে ডাকলেন। সামুয়েল প্রথমে বুঝতে পারেনি কে তাকে ডাকছেন। সে মনে করেছিল যাজক এলি তাকে ডাকছেন। যাজক এলি তাকে ঈশ্বরের ডাক বুঝতে সাহায্য করেছিলেন। আজ আমরা সেই গল্পটিই শুনব।

শিক্ষক এবার বিষয়বস্তু অনুসারে সামুয়েলের আহ্বানের গল্পটি শিক্ষার্থীদের গল্পের আকারে বলবেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) বালক সামুয়েল কার পুত্র ছিলেন?	বালক সামুয়েল এলকানা ও আন্নার পুত্র ছিলেন।
খ) তার মা তাকে কোথায় উৎসর্গ করেছিলেন?	তার মা তাকে ঈশ্বরের মন্দিরে উৎসর্গ করেছিলেন।
গ) ঈশ্বরের মন্দিরে সে কী করত?	ঈশ্বরের মন্দিরে সে ঈশ্বরের সেবা করত।
ঘ) কার নির্দেশে সে ঈশ্বরের সেবা করত?	যাজক এলির নির্দেশে সে ঈশ্বরের সেবা করত।
ঙ) ঈশ্বর তাকে কতবার নাম ধরে ডেকেছিলেন?	ঈশ্বর তাকে তিনবার নাম ধরে ডেকেছিলেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের ভজনটি গান বা প্রার্থনার আকারে শেখাবেন

হে প্রভু, তুমি কথা কও, শুনছি আমি দাসতোমার।

শুনছি আমি দাস তোমার

আমি আকিঞ্চন, তুমি দাতা।

মূল্যায়ন

- ক) বালক সামুয়েলকে কে ডেকেছিলেন? — ঈশ্বর
 খ) বালক সামুয়েল ডাক শুনে কার কাছে গিয়েছিল? — এলির কাছে
 গ) বালক সামুয়েলকে কার নির্দেশমতো ঈশ্বরের সেবা করত? — যাজক এলির
 ঘ) ঈশ্বরের ডাকে সামুয়েল কী উত্তর দিয়েছিল? — “বলো, প্রভু, তোমার দাস শুনছে”

পাঠ-৩: ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দান

শিখনফল: ১২.১.৩ ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে আহ্বান করেন তা বলতে পারবে।

উপকরণ: ফাদার খ্রিস্টিয়াগ উৎসর্গ করছেন, ব্রাদার শিক্ষাদান করছেন, সিস্টারগণ রোগীর সেবা করছেন, ডাক্তার ও নার্স সেবা করছেন এমন ছবি।

বিষয়বস্তু

ঈশ্বর আমাদের সবাইকে ডাকেন। কিন্তু সবাইকে একই কাজ করার জন্য ডাকেন না। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা কাজ করার জন্য ডাকেন। সামুয়েলের মতো ঈশ্বরের ডাক বুঝতে আমাদেরও সময় লাগে। ঈশ্বরের ডাক বুঝতে সামুয়েলকে যেমন যাজক এলি সাহায্য করেছিলেন। তেমনি আমরাও আমাদের আপনজনদের সাহায্যে বুঝতে পারি ঈশ্বর আমাদের কীভাবে ডাকেন এবং কেন ডাকেন। ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দেওয়ার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানা ও তা গ্রহণ করা। ঈশ্বরের ইচ্ছা গ্রহণ করা, অর্থ হচ্ছে তাঁর ইচ্ছা মেনে চলা। সামুয়েল যেভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে চলেছে ঠিক সে ভাবে চলা। ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে হলে আমাদেরও সামুয়েলের মতো করে উত্তর দিতে হবে, “বলো, প্রভু! তোমার সেবক শুনছে।” শুধু কথায় নয় বরং আমাদের জীবনেও একই মনোভাব রাখতে হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক নির্দেশনা বই থেকে আজকের পাঠের ছবিগুলো এক এক করে দেখাবেন এবং প্রশ্ন করবেন শিক্ষার্থীরা ছবিতে কী কী দেখছে?

প্রথম ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?

দ্বিতীয় ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?

এভাবে বাকি দুইটি ছবি সম্বন্ধেও প্রশ্ন করবেন।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলে দেবেন: প্রথম ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, একজন যাজক বা পালক খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করছেন বা প্রভুর ভোজ অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন। দ্বিতীয় ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, একজন ব্রাদার বা শিক্ষক তোমাদের মতো শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করছেন। তৃতীয় ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, সিস্টারগণ রোগীদের সেবা করছেন এবং চতুর্থ ছবিতে একজন ডাক্তার ও একজন নার্স একজন রোগীকে সেবাদান করছেন। এই যে, একজন যাজক বা পালক, একজন ব্রাদার বা শিক্ষক, একজন ডাক্তার ও একজন নার্স এবং সিস্টারগণ যে সেবাকাজ করে যাচ্ছেন, তারা এই কাজের ডাক বা আহ্বান ঈশ্বরের কাছ থেকেই পেয়েছেন। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করা দরকার, রোগীদের সেবাদান করা দরকার, এই সেবা কাজগুলো করার আহ্বান কিন্তু সবাই পায় না। ঈশ্বর এক একজনকে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করার জন্য আহ্বান করেন। যেমন তিনি সামুয়েলকে ডেকেছিলেন তাঁর প্রবক্তা হওয়ার জন্য। তাঁর হয়ে তাঁর জনগণের কাছে তাঁর কথা বলতে। মন্দিরে যাজক এলি সামুয়েলকে সাহায্য করেছিলেন ঈশ্বরের ডাক বুঝতে। আমাদের পরিবারে মা, বাবা, ভাইবোন, স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও আমাদের সাহায্য করেন আমাদের প্রতিদিনের জীবনে ঈশ্বরের ডাক শুনতে ও বুঝতে। বড় হয়ে তোমরা জীবন পথ বেছে নেওয়ার আহ্বান পাবে। তাঁর মধ্যদিয়ে তোমরা তোমাদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পারবে ও সে ভাবে জীবন পথে চলতে পারবে। তোমাদের প্রত্যেককে ঈশ্বর তাঁর বিশেষ বিশেষ কাজ করার জন্য আহ্বান করবেন যেমন এখন তিনি তোমাদের মা, বাবাকে, তোমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ডেকেছেন। এই সেবাকাজগুলোর মধ্যদিয়ে আমরা ঈশ্বরকে ও সব মানুষকে ভালোবাসি ও সেবা করি।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ঈশ্বর কাদের ডাকেন?	ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে ডাকেন।
খ) ঈশ্বর কেন আমাদের ডাকেন?	ঈশ্বর প্রত্যেককে আলাদা আলাদা কাজের জন্য ডাকেন।
গ) ঈশ্বরের ডাক বুঝতে কে সামুয়েলকে সাহায্য করেছিল?	ঈশ্বরের ডাক বুঝতে যাজক এলি সামুয়েলকে সাহায্য করেছিল।
ঘ) ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দেওয়ার অর্থ কী?	ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দেওয়ার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানা ও তা গ্রহণ করা।
ঙ) ঈশ্বরের ইচ্ছা গ্রহণ করা অর্থ কী?	ঈশ্বরের ইচ্ছা গ্রহণ করা অর্থ হচ্ছে তাঁর ইচ্ছা মেনে চলা।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিগত পাঠের ভজনটি আবারও শেখাবেন। কয়েকটি বিশেষ গুণ অর্জনের জন্য দয়ার কাজ করতে বলবেন: সব মানুষকে ভালোবাসা, দুঃখীদের প্রতি দয়া করা, সহপাঠীদের ক্ষমা করা, নিজের জিনিস অন্যের সাথে সহভাগিতা করা, কেউ অসুস্থ হলে তার যত্ন করা ইত্যাদি।

মূল্যায়ন

ক) ঈশ্বর ডাক শুনতে কারা আমাদের সাহায্য করেন? – মা বাবা, ভাই বোন ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা।

খ) সেবা কাজের মধ্যদিয়ে আমরা কী প্রকাশ করি? – ঈশ্বর ও সব মানুষকে ভালোবাসি ও সেবা করি।

দ্বাদশ অধ্যায়

স্বর্গ ও নরক

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ১৪.১ স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে বলতে পারবে

শিখনফল: ১৪.১.১ স্বর্গ কী তা বলতে পারবে।

১৪.১.২ নরক কী তা বলতে পারবে।

১৪.১.৩ পবিত্রভাবে জীবন যাপন করে স্বর্গের পথে চলবে।

পাঠ বিভাজন; ৩

পাঠ-১ স্বর্গ: পরম সুখের স্থান

শিখনফল: ১৪.১.১ স্বর্গ কী তা বলতে পারবে।

উপকরণ: স্বর্গের ছবি। সৃষ্টির কিছু সুন্দর সুন্দর ছবির দৃশ্য।

বিষয়বস্তু

আমরা বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর হলেন “স্বর্গ ও মর্তের সৃষ্টিকর্তা।” তিনি দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। স্বর্গ হলো চির সুখ ও শান্তির আবাস, যেখানে ঈশ্বর বাস করেন। ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের সাথে, ধন্যা কুমারী মারীয়া, দূত ও সাধু সাধবীদের সাথে জীবন ও ভালোবাসার মিলনকেই “স্বর্গ” বলা হয়। যীশুখ্রিষ্ট তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা আমাদের জন্য স্বর্গের দ্বার খুলে দিয়েছেন। যারা তাঁকে বিশ্বাস করেছে ও তাঁর ইচ্ছার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, তিনি তাদের তাঁর স্বর্গীয় মহিমার অংশীদার করে তোলেন। স্বর্গ হলো খ্রিস্টের সাথে পরিপূর্ণভাবে মিলিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত আশিসধন্য সমাজ।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সৃষ্টির সুন্দর সুন্দর ছবিগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবেন:

ছবিতে তোমরা কী কী দেখতে পাচ্ছ?

এগুলো কে সৃষ্টি করেছেন?

কেন সৃষ্টি করেছেন?

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলে দেবেন, এই যে সুন্দর সুন্দর গাছপালা, ফুল-ফল, পশুপাখির ছবি তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, তোমরা শিখেছ এবং জান যে, ঈশ্বর এগুলো সৃষ্টি করেছেন। তিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, মানুষ অর্থাৎ আমরা যেন এগুলো উপভোগ করি। এগুলো ভোগ করে যেন আমাদের সব প্রয়োজন মেটাই। আমাদের সব প্রয়োজন মিটিয়ে আমরা যেন আনন্দে ও সুখে থাকি। সেই সাথে এই সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই জগতে আমরা যেন ঈশ্বরকে জানতে পারি। তাঁকে চিনতে পারি। তাঁকে ভালোবাসতে পারি। তারপর এই জগতে আমাদের জীবন শেষ হয়ে গেলে আমরা যেন তাঁর সাথে অনন্ত সুখের স্থানে থাকতে পারি।

শিক্ষক এবার নির্দেশিকা থেকে স্বর্গের ছবিটি দেখাবেন। নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:

ছবিতে তোমরা কী কী দেখতে পাচ্ছ?

ছবির মধ্যে ব্যক্তিগুলো কারা?

তারা কী করছে?

শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের বলে দেবেন, এ হলো স্বর্গের একটি দৃশ্য। স্বর্গ হলো একটি চির সুখ ও শান্তির স্থান। এখানে ঈশ্বর বাস করেন। ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের সাথে আছেন ধন্যা কুমারী মারীয়া, সাধু যোসেফ ও অন্যান্য সাধু সাধবীবৃন্দ। আরও আছেন স্বর্গীয় দূতবৃন্দ। তাঁদের সবার সাথে জীবন ও ভালোবাসার মিলনকেই “স্বর্গ” বলা হয়।

স্বর্গদূতেরা এবং সব সাধু-সাধবীগণ সর্বদা ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করছেন। মানুষের পাপের ফলে অর্থাৎ আদম ও হবার পাপের ফলে স্বর্গের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের প্রভু যীশুখ্রিস্ট তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা আমাদের জন্য স্বর্গের দ্বার খুলে দিয়েছেন। যারা তাঁকে বিশ্বাস করেছে ও তাঁর ইচ্ছার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, তিনি তাদের তাঁর স্বর্গীয় মহিমার অংশীদার করে তোলেন। আমরাও এখন যীশুকে বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে এবং তাঁর আদেশ পালন করার মধ্য দিয়ে তাঁর স্বর্গীয় মহিমার অংশীদার হতে পারি। যীশুর আদেশ হলো “তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসো।” তাহলে স্বর্গ বলতে আমরা কী বুঝি? স্বর্গ হলো খ্রিস্টের সাথে পরিপূর্ণভাবে মিলিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত আশিসজন্য সমাজ, যেখানে ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর বাস করেন।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) স্বর্গ কী?	স্বর্গ হলো চির সুখ ও শান্তির আবাস, যেখানে ঈশ্বরের বাস করেন।
খ) স্বর্গে ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের সাথে আর কে কে আছেন?	ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের সাথে, ধন্যা কুমারী মারীয়া, স্বর্গীয় দূত ও সাধু-সাধবীগণ আছেন।
গ) কিসের মিলনকে “স্বর্গ” বলা হয়?	জীবন ও ভালোবাসার মিলনকেই “স্বর্গ” বলা হয়।
ঘ) কে আমাদের জন্য স্বর্গের দ্বার খুলে দিয়েছেন?	আমাদের প্রভু যীশুখ্রিস্ট তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা আমাদের জন্য স্বর্গের দ্বার খুলে দিয়েছেন।
ঙ) কীভাবে আমরা স্বর্গ লাভ করতে পারি?	যীশুকে বিশ্বাস করে এবং তাঁর আদেশ পালন করে আমরা স্বর্গ লাভ করতে পারি।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি কবিতার এই দুইটি লাইন শেখাবেন:

কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর?
মানুষের মাঝেই স্বর্গ নরক, মানুষেতেই সুরাসুর।

মূল্যায়ন

ক) স্বর্গ কী?

— স্বর্গ হলো চির সুখ ও শান্তির
আবাস, যেখানে ঈশ্বরের বাস করেন।

খ) কাদের পাপের ফলে স্বর্গের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল?

— আদম-হবার পাপের ফলে।

গ) কে আমাদের জন্য স্বর্গের দ্বার খুলে দিয়েছেন?

— প্রভু যীশুখ্রিস্ট।

ঘ) স্বর্গদূতেরা এবং সাধু-সাধবীগণ সর্বদা কী করেন?

— ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করেন।

পাঠ-২ নরক: অনন্ত কষ্টের জায়গা

শিখনফল: ১৪.১.২ নরক কী তা বলতে পারবে।

উপকরণ: নরকের দাউ দাউ করে জ্বলন্ত আগুনের ছবি।

বিষয়বস্তু

যীশু প্রায়ই “অনির্বাণ আগুনের” কথা বলেন, যেখানে শরীর ও আত্মা উভয়ই ধ্বংস হয়। সেই নরক তাদেরই জন্য সংরক্ষিত যারা তাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না ও মন পরিবর্তন করতে চায় না। নরকের অস্তিত্ব ও চিরস্থায়িত্বের কথা খ্রিস্টমণ্ডলী দৃঢ়তার সাথে বলে। যারা মারাত্মক পাপের অবস্থায় মারা যায়, তারা মৃত্যুর পরপরই নরকে গমন করে। সেখানে তারা নরকের শাস্তি, অনির্বাণ আগুনে কষ্ট পায়। নরকের

প্রধান শাস্তি হলো ঈশ্বর থেকে অনন্তকাল বিচ্ছিন্ন থাকা। একমাত্র ঈশ্বরের মধ্যে মানুষ অনন্ত জীবন ও আনন্দলাভ করতে পারে। এই কারণেই মানুষের জন্ম হয়েছিল এবং সারা জীবন ধরে মানুষ আন্তরিকভাবে আশা করে সে মৃত্যুর পর ঈশ্বরের সাথে মিলিত হবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে কিছু রোল প্লে (অভিনয়) করাবেন। যেমন: একটি দলে কেউ ঝগড়া করছে, অন্য একটি দলে কটু মারামারি করছে, কেউ কেউ জোরে চিৎকার করে কথা বলছে ইত্যাদি।

এরপর তিনি শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন:

এতক্ষণ তোমরা কী কী দেখলে?

ঝগড়া, মারামারি, কথাকাটাকাটি ইত্যাদি দেখে তোমাদের কেমন লেগেছে?

তোমরা কি কখনো এমনভাবে কারো সাথে ঝগড়া করেছ? মারামারি করেছ?

এভাবে ঝগড়া বা মারামারি করলে তোমাদের কেমন লাগে?

শিক্ষক এবার শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন যে, ঝগড়া করলে বা মারামারি করলে আমাদের ভালো লাগে না। আমরা মনে কষ্ট পাই এবং যাদের সাথে ঝগড়া বা মারামারি হয় তারাও কষ্ট পায়। আমাদের মনের মধ্যে আনন্দ থাকে না। শান্তিও থাকে না। কেউ যদি সব সময়ই এমনভাবে জীবন যাপন করতে থাকে তাহলে কোনো দিনই তাদের জীবনে শান্তি ও আনন্দ থাকবে না। জীবন শেষেও তারা স্বর্গে ঈশ্বরের সাথে স্থান পাবে না। কেউ যদি গুরুতর পাপের অবস্থায় মারা যায়, তারা তখন নরকে স্থান পাবে। তাহলে নরক কী?

শিক্ষক এবার নির্দেশিকা থেকে নরকের ছবিটি দেখাবেন। ছবিটি দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন:

তোমরা ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছ?

আগুন দিয়ে আমরা কী করি?

আগুনে জিনিস পুড়ে গেলে তা কী আর ফিরে পাওয়া যায়?

আগুন সবকিছু পুড়িয়ে ফেলে ও বিনাশ করে ফেলে। নরক হলো একটি কষ্টের জায়গা। যেখানে শরীর ও আত্মা উভয়ই ধ্বংস হয়। সেই নরক তাদেরই জন্য রাখা আছে যারা তাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। যারা মন্দভাবে জীবন যাপন করে এবং যারা মন পরিবর্তন করতে চায় না। যীশু তাঁর শিক্ষা ও কর্ম জীবনে প্রায়ই নরকের কথা বলেছেন। খ্রিষ্টমন্ডলী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে নরক আছে ও চিরকাল থাকবে। যারা মারাত্মক পাপের অবস্থায় মারা যায় তারা মৃত্যুর পরপরই নরকে গমন করে। সেখানে তারা নরকের শাস্তি, অনিবার্ণ আগুনে কষ্ট পায়। নরকের প্রধান শাস্তি হলো ঈশ্বর থেকে অনন্তকাল বিচ্ছিন্ন থাকা। একমাত্র ঈশ্বরের মধ্যেই মানুষ অনন্ত জীবন ও চির আনন্দ লাভ করতে পারে। এই কারণেই মানুষের জন্ম হয়েছিল এবং সারা জীবন ধরে মানুষ আন্তরিকভাবে আশা করে সে মৃত্যুর পর ঈশ্বরের সাথে মিলিত হবে।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) নরককে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?	নরককে অনন্ত আগুনের সাথে তুলনা করা হয়েছে।
খ) কারা নরকে যাবে?	যারা মারাত্মক পাপের অবস্থায় মারা যায় তারা।
গ) নরকের প্রধান শাস্তি কী?	ঈশ্বর থেকে অনন্তকাল বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা।
ঘ) মানুষ কোথায় অনন্ত জীবন ও চির আনন্দ লাভ করতে পারে?	একমাত্র ঈশ্বরের মধ্যেই মানুষ অনন্ত জীবন ও চির আনন্দ লাভ করতে পারে।
ঙ) মানুষের সারা জীবনের আশা কী?	মানুষ সারা জীবন ধরে আশা করে সে মৃত্যুর পর ঈশ্বরের সাথে স্বর্গে মিলিত হবে।

পরিকল্পিত কাজ

কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে নীরবে প্রার্থনা করবে যেন সব মৃতব্যক্তির স্বর্গে যেতে পারে।

মূল্যায়ন

ক) নরক কেমন জায়গা?

— একটি কষ্টের জায়গা।

খ) যারা মন্দভাবে জীবন যাপন করে তারা কোথায় যায়?

— নরকে।

পাঠ-৩ পবিত্রভাবে জীবন যাপন হলো স্বর্গলাভের পথ

শিখনফল: ১৪.১.৩ পবিত্রভাবে জীবন যাপন করে স্বর্গের পথে চলবে।

উপকরণ: প্রথম দুই পাঠের উপকরণ ব্যবহৃত হবে।

বিষয়বস্তু

আমরা বিশ্বাস করি যে, যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে জীবন যাপন করে এবং পবিত্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তারা মৃত্যুর পর খ্রিষ্ট যীশুর সাথে স্বর্গে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে। এই জগতে জীবন শেষ হলে স্বর্গে স্থান পাওয়া হলো মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য ও তার সব চাওয়া-পাওয়ার পরিপূর্ণতা।

ঈশ্বর কাউকে নরকে যাওয়ার জন্য পূর্বনির্ধারিত করে রাখেন না। নরকে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বেচ্ছায় দূরে সরে যাওয়া (মারাত্মক পাপ) এবং শেষ পর্যন্ত সেই পাপের মধ্যে থাকা। ঈশ্বর চান না যে, তাঁর সন্তানদের মধ্যে কেউ বিনষ্ট হোক। তিনি চান সবাই যেন মন পরিবর্তন করার সুযোগ পায়। খ্রিষ্টমন্ডলী তাই সর্বদা তার ভক্তজনগণের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে তারা যেন অস্তিম শান্তি থেকে রক্ষা পায় এবং স্বর্গে তার মনোনীতজনদের মধ্যে স্থান পায়।

তাই আমাদের প্রভু যীশুর উপদেশ মেনে চলা উচিত এবং সব সময় পবিত্রভাবে জীবন যাপন করা উচিত। যেন এই পার্থিব জীবন শেষ হয়ে গেলে আমরা যেন যীশুর সাথে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে পারি ও ধন্যাশ্রেণিভুক্ত হতে পারি।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক এখানে আবারও স্বর্গ ও নরকের বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সাথে পুনরালোচনা করবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন যে, মৃত্যুর পর কে কোথায় যাবে তা আগে থেকেই কারো জন্য নির্ধারিত করা নেই। কে স্বর্গে যাবে বা কে নরকে যাবে, তা মানুষ কীভাবে এই জগতে তার জীবন যাপন করে তার ওপর নির্ভর করে। যারা সারা জীবন ধরে ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে ও তাঁর অনুগ্রহে জীবন যাপন করে এবং যারা পবিত্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তারা মৃত্যুর পর খ্রিষ্ট যীশুর সাথে স্বর্গে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে। কিন্তু যারা সারা জীবন মন্দভাবে জীবন যাপন করে এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। যারা মারাত্মক পাপের মধ্যে থেকে স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সেই পাপের মধ্যে থেকে মরে, তারা নরকে যাবে।

এই জগতে জীবন শেষ হলে স্বর্গে স্থান পাওয়া হলো মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য ও তার সব চাওয়া-পাওয়ার পরিপূর্ণতা। ঈশ্বর চান না যে, তাঁর সন্তানদের মধ্যে কেউ বিনষ্ট হোক। তিনি চান সবাই যেন মন পরিবর্তন করার সুযোগ পায়। খ্রিষ্টমন্ডলী তাই সর্বদা তার ভক্তজনগণের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে তারা যেন অস্তিম শান্তি থেকে রক্ষা পায় এবং স্বর্গে তার মনোনীতজনদের মধ্যে স্থান পায়। তাই আমাদের প্রভু যীশু আমাদের যে ভালোবাসার উপদেশ দিয়েছেন তা মেনে চলা উচিত এবং ক্ষমা করার মধ্যদিয়ে সব সময় পবিত্রভাবে জীবন যাপন করা উচিত, যেন এই পার্থিব জীবন শেষ হয়ে গেলে আমরা যেন যীশুর সঙ্গে স্বর্গে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে পারি ও ধন্যাশ্রেণিভুক্ত হতে পারি।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) মানুষের জীবনে চরম লক্ষ্য কী?	মানুষের জীবনে চরম লক্ষ্য হলো স্বর্গ লাভ করা।
খ) মানুষ কীভাবে স্বর্গ লাভ করতে পারে?	পবিত্রভাবে জীবন যাপন করলে স্বর্গ লাভ করতে পারে।
গ) পবিত্রভাবে জীবন যাপন কী?	পবিত্রভাবে জীবন যাপন হলো যীশুর ভালোবাসার ও ক্ষমার আদেশ মেনে চলা।
ঘ) ঈশ্বর কী চান?	তিনি চান সব মানুষ যেন মন পরিবর্তন করার সুযোগ পায় ও স্বর্গে তাঁর কাছে স্থান পায়।
ঙ) ভক্তজনগণের জন্য ঈশ্বরের কাছে কে সর্বদা প্রার্থনা করে?	ভক্তজনগণের জন্য মণ্ডলী সর্বদা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের গানটি শেখাবেন অথবা অভিনয় করে বলতে শেখাবেন।

হাতে হাতে হাত ধরে চলরে

মধুমাখা যীশুর নাম বলরে।

মিলনের মস্ত্রে গেয়ে গান সজ্ঞাসুখে ভরো মনপ্রাণ

অনাদরে হয় নাকো মিলরে, মধুমাখা যীশু নাম বলরে।

স্বার্থপরতা যদি থাকে ভাই

মুখে যীশুর নামে কোনো লাভ নাই।

যীশু যীশু বলে যারা তারা নয় প্রেমের বাঁধনে যারা এক হয়

এমন জীবনে হবে ফলরে, মধুমাখা যীশু নাম বলরে।

মূল্যায়ন

ক) অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে হলে আমাদের কী করতে হবে?

– পবিত্রভাবে জীবন যাপন করতে হবে।

খ) মণ্ডলী ভক্ত জনগণের জন্য কী প্রার্থনা করেন?

– আমরা যেন অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে পারি।

ত্রয়োদশ অধ্যায় বিশ্বাসমন্ত্র

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা: ১৫.১ বিশ্বাসমন্ত্র (বিশ্বাস সূত্র) সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখনফল: ১৫.১.১ বিশ্বাসমন্ত্র (বিশ্বাস সূত্র) মুখস্থ বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন: ২

পাঠ-১ আমি বিশ্বাস করি

শিখনফল: ১৫.১.১ বিশ্বাসমন্ত্র (বিশ্বাস সূত্র) মুখস্থ বলতে পারবে।

উপকরণ: করজোরে প্রার্থনারত শিক্ষার্থীর ছবি।

বিষয়বস্তু: বিশ্বাসমন্ত্র

স্বর্গ-মর্তে র স্রষ্টা সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি।
তঁার একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু যীশুখ্রিষ্টে আমি বিশ্বাস করি।
তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থ হয়ে কুমারী মারীয়া হতে জন্মগ্রহণ করলেন।
পোস্তিয় পিলাতের শাসনকালে যাতনাভোগ করলেন,
ক্লেশবিশ্বাস হলেন, মৃত্যুবরণ করলেন এবং সমাধিস্থ হলেন।
পাতালে অবতরণ করলেন।
তৃতীয় দিবসে মৃতদের মধ্য হতে পুনরুত্থান করলেন।
স্বর্গে আরোহণ করলেন, পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন।
সে স্থান হতে জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে আগমন করবেন।
আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি।
পুণ্যময়ী কাথলিক মন্ডলী, সিদ্ধগণের সমবায়, পাপের ক্ষমায়,
শরীরের পুনরুত্থান এবং অনন্তজীবনে বিশ্বাস করি।
আমেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন যে, বিশ্বাসমন্ত্রে আমরা খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের মূল বিষয়গুলো স্বীকার করি। “আমি বিশ্বাস করি” অথবা “আমরা বিশ্বাস করি” --- এই কথা দিয়ে আমরা আমাদের ধর্মবিশ্বাসের স্বীকার উক্তি শুরু করি। বিশ্বাসমন্ত্রে খ্রিস্টমন্ডলীর বিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বর, যিনি মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন ও দান করেন এবং যিনি মানুষকে তাঁর জীবনের চূড়ান্ত অর্থ আবিষ্কার করার সাধনায় প্রচুর আলো দান করেন, আমাদের ধর্মবিশ্বাস হলো সেই ঈশ্বরের নিকট আমাদের সাড়াদান। আমাদের এই বিশ্বাস আমরা আমাদের আনুষ্ঠানিক উপাসনায় উদ্‌যাপন করি, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনের মধ্যদিয়ে জীবন যাপন করি।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) আমাদের ধর্মবিশ্বাসের স্বীকার উক্তি আমরা কোন কথাটি দিয়ে শুরু করি?	“আমি বিশ্বাস করি” এই কথাটি দিয়ে আমাদের বিশ্বাসের স্বীকার উক্তি শুরু করি।
খ) স্বর্গ-মর্ত্যের সৃষ্টিকর্তা কে?	পিতা ঈশ্বর হলেন স্বর্গ ও মর্ত্যের সৃষ্টিকর্তা।
গ) একমাত্র পুত্র ঈশ্বর কে?	যীশুখ্রিস্ট হলেন একমাত্র পুত্র ঈশ্বর।
ঘ) বিশ্বাসমন্ত্রে আমরা আর কী কী বিশ্বাস প্রকাশ করি?	বিশ্বাসমন্ত্রে আমরা খ্রিস্টমণ্ডলী, সিদ্ধগণের সমবায়, পাপের ক্ষমায়, শরীরের পুনরুত্থান এবং অনন্তজীবনে বিশ্বাস প্রকাশ করি।

পরিকল্পিত কাজ: বিশ্বাসমন্ত্রটি মুখস্থ করবে।

মূল্যায়ন

ক) বিশ্বাসমন্ত্রে কি প্রকাশিত হয়েছে? - খ্রিস্টমণ্ডলীর বিশ্বাস।

খ) খ্রিস্টমণ্ডলীর বিশ্বাস কী? - বিশ্বাসমন্ত্র।

পাঠ-২: আমি বিশ্বাস করি

শিখনফল: ১৫.১.১ বিশ্বাসমন্ত্র (বিশ্বাস সূত্র) মুখস্থ বলতে পারবে।

উপকরণ: শিক্ষক বিশ্বাসমন্ত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ছবি সংগ্রহ করে উপস্থাপন করবেন।

বিষয়বস্তু: বিশ্বাসমন্ত্র

স্বর্গ-মর্ত্যের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।

তঁার একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু যীশুখ্রিস্টে আমি বিশ্বাস করি।

তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থ হয়ে কুমারী মারীয়া হতে জন্মগ্রহণ করলেন।

পোন্টিয় পিলাতের শাসনকালে যাতনাভোগ করলেন,

ক্রুশবিন্দু হলেন, মৃত্যুবরণ করলেন এবং সমাধিস্থ হলেন।

পাতালে অবতরণ করলেন।

তৃতীয় দিবসে মৃতদের মধ্য হতে পুনরুত্থান করলেন।

স্বর্গে আরোহণ করলেন, পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন।

সে স্থান হতে জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে আগমন করবেন।

আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি।

পুণ্যময়ী কাথলিক মণ্ডলী, সিদ্ধগণের সমবায়, পাপের ক্ষমায়, শরীরের পুনরুত্থান এবং

অনন্তজীবনে বিশ্বাস করি।

আমেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

বিশ্বাস হচ্ছে প্রথমত, ঈশ্বরের সাথে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্ক। একই সময়ে, বিশ্বাস হচ্ছে ঈশ্বরের প্রকাশিত সব সত্যকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করা। ঈশ্বরের সাথে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও তার সত্যকে স্বীকার করাই

হলো খ্রিস্টীয় বিশ্বাস। খ্রিস্টবিশ্বাসীর কাছে ঈশ্বরে বিশ্বাসকে তাঁর “প্রিয়তম পুত্র” যাকে তিনি প্রেরণ করেছিলেন, তাঁর ওপর বিশ্বাস থেকে আলাদা করা যায় না। ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখতে ও তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখতে যীশু নিজেই তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন। আমরা যীশুখ্রিষ্টে বিশ্বাস করতে পারি কেননা তিনি নিজেই ঈশ্বর, তিনি সেই বাণী যিনি দেহধারণ করেছেন। পবিত্র আত্মাকে লাভ না করে কেউ যীশুখ্রিষ্টে বিশ্বাস করতে পারে না। কেননা পবিত্র আত্মাই যীশুকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেন। কারণ “পবিত্র আত্মার প্রেরণা ছাড়া কেউ বলতে পারে না ‘যীশু প্রভু’!” ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানে না। আমরা পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি, কেননা তিনি ঈশ্বর।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) বিশ্বাস কী?	বিশ্বাস হচ্ছে ঈশ্বরের সাথে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও তাঁর প্রকাশিত সব সত্যকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করা।
খ) ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখতে কে আমাদের শিখিয়েছেন?	ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখতে যীশুই আমাদের শিখিয়েছেন।
গ) আমরা কেন যীশুখ্রিষ্টকে বিশ্বাস করতে পারি?	আমরা যীশুখ্রিষ্টে বিশ্বাস করতে পারি কেননা তিনি নিজেই ঈশ্বর, তিনি সেই বাণী যিনি দেহধারণ করেছেন।
ঘ) কাকে লাভ না করলে আমরা যীশুখ্রিষ্টে বিশ্বাস করতে পারি না?	পবিত্র আত্মাকে লাভ না করে কেউ যীশুখ্রিষ্টে বিশ্বাস করতে পারে না।
ঙ) কে ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানেন?	কেবলমাত্র ঈশ্বরের আত্মা অর্থাৎ পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানেন।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিশ্বাসমন্ত্রটি মুখস্থ করতে শেখাবেন।

মূল্যায়ন

ক) কে যীশুকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেন?

— পবিত্র আত্মা

খ) কেন আমরা পবিত্র আত্মাকে বিশ্বাস করি?

— কেননা তিনি ঈশ্বর।